খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৯

এপ্রিল ১-১৫, ২০২৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

জাতীয় সমুদ্রপথ দিবস এপ্রিল ৫ - বিশেষ সংখ্যা

সমুদ্র হয়ে উঠছে সুযোগ ও সম্ভাবনার সেতু

‘সমৃদ্ধির জন্য বন্দর’, ‘প্রগতির জন্য বন্দর’, ‘উৎপাদনশীলতার জন্য বন্দর’ প্রধানমন্ত্রীর এই মন্ত্র সমুদ্র বিষয়ক ক্ষেত্রে ভারতের এক নতুন যাত্রার সূচনা করেছে

For e-copy

উৎকল দিবস : এপ্রিল ১

ওড়িশার ইতিহাস, সাহিত্য এবং সঙ্গীত নিয়ে ভারত গর্বিত

১ এপ্রিল ওড়িশার ৯০তম প্রতিষ্ঠা দিবস – দিনটি চিহ্নিত উৎকল দিবস হিসেবে। ১৯৩৬ সালের এই দিনেই তৎকালীন বিহার, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং অখণ্ড বাংলার কিছু অংশ নিয়ে ভাষার ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল 'ওড়িশা' রাজ্যটি। ২০১১ সালে রাজ্যটির নাম হয় 'ওডিশা'। এই ভূমিখণ্ডেই সম্রাট অশোক অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই রাজ্যের বিশেষ অবদান রয়েছে। ভগবান জগন্নাথের এই পবিত্র ভূমির ইতিহাস, সাহিত্য এবং সঙ্গীত নিয়ে ভারত গর্বিত ...

"উৎকল দিবসের শুভেচ্ছা। আমাদের দেশের বিকাশে ওড়িশা এবং এই রাজ্যের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণ করার দিন এটি। আগামীদিনে ওড়িশার মানুষ সুস্থ থাকুন এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলুন।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৯ | এপ্রিল ১-১৫, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার আর্কাইভে পুরনো সংস্করণ পেতে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

৫ এপ্রিল জাতীয় সমুদ্রপথ দিবসে একবার ফিরে দেখা যাক বিগত ১১ বছরে সমুদ্র পরিসরের অন্যতম শক্তি হয়ে ওঠায় ভারত কতটা এগিয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে দেশে ২০৪৭ নাগাদ লগ্নির পরিমাণ প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। কাজ পাবেন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ … |১২-২৭

বিকাশের নতুন অধ্যায়

পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করছে ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদী আইটিভি নেটওয়ার্কের 'এনএক্সটি সামিট'-এ ভাষণ দিলেন | ৮-১১

সংবাদ একনজরে |৪-৫

ব্যক্তিত্ব : বাবু জগজীবন রাম
যিনি পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন |৭

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
জেজেএম ২.০ : তিনটি বড় বন্দরের অনুমোদন |২৮-২৯

বিকাশের নতুন অধ্যায়ের সাক্ষী দিল্লি
৩৩,৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী |৩০-৩১

হাদোতি-র আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে
কোটা বিমানবন্দরের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী |৩২-৩৩

কেরালা ও তামিলনাড়ুতে পরিকাঠামোর প্রসার
১৬,৪৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী |৩৪-৩৫

'বাজেট' : সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন
তৃতীয় ও চতুর্থ বাজেট ওয়েবিনারে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী |৩৬-৩৭

পিএম মুদ্রা, ই-ন্যাম এবং ইউপিআই

আর্থিক নিরাপত্তার বিস্তৃত আচ্ছাদন

পিএম মুদ্রা, ই-ন্যাম এবং ইউপিআই-এর বার্ষিকী |৩৮-৪০

পঞ্চতীর্থ
প্রবাদপ্রতীম নেতাকে সারা দেশের প্রণাম

"বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের নীতি ও আদর্শ স্বনির্ভর এবং উন্নত ভারত তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে …" ১৪ এপ্রিল বাবাসাহেব ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন | ৬

প্রকাশক ও মুদ্রক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
মুদ্রণ : জে কে অফসেট গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি-২৭৮, ওকলা শিল্পাঞ্চল, ফেজ-১, নতুন দিল্লি-১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং :** DELENG/2020/78811

সম্পাদকের দপ্তর থেকে ...

সমুদ্র সমৃদ্ধির উৎস

সারা বিশ্বে সমুদ্র পরিসরে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নিতে এগিয়ে চলেছে ভারত

অনেক শুভেচ্ছা,

সমুদ্র পরিসরে ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। চোল এবং মারাঠা অধ্যায়ে সমুদ্র-বাণিজ্য এবং নৌ-শক্তি ভারতের সমৃদ্ধির অন্যতম বাহক ছিল। এই ঐতিহ্যের থেকে প্রেরণা নিয়ে আজকের ভারত নিজের সামুদ্র ক্ষেত্রকে বিকাশের নতুন এক পরিসর বলে চিহ্নিত করেছে। দেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১,০০০ কিলোমিটার। কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ চলাচলের বিভিন্ন পথের নিকটবর্তী এই দেশ। ১২টি বড় বন্দর এবং ২১৭টি বন্দর রয়েছে ভারতের।

কিন্তু এক দশক আগেও এই ক্ষেত্রটির বিকাশ সেকেলে নানা আইনের বাঁধনে আটকে ছিল। পরিকাঠামোর প্রসারও সেভাবে ঘটেনি। বন্দরগুলির সম্ভাবনাকে ব্যবহার করায়, জাহাজ নির্মাণে গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং জলপথ প্রসারে উদ্যোগী না হওয়ায় এই ক্ষেত্রের বিপুল সুযোগকে কাজে লাগানো যায়নি। বিগত ১১ বছরে এই ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। দেশে জাহাজ তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়েছে এবং বন্দরে জাহাজ আটকে থাকার সময়ও কমেছে। সাগরমাল কর্মসূচি বন্দরের আধুনিকীকরণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকূলবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নে গতি এনেছে। সেখানকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। 'মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০'-এর আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার সমুদ্র-বাণিজ্য এবং সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে ভারতকে প্রথম সারিত নিয়ে যাওয়ায় উদ্যোগী।

এর থেকে এটা প্রমাণিত যে ভারত সমুদ্র পরিসরে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথে এগোচ্ছে এবং সেজন্যই ৫ এপ্রিল জাতীয় সমুদ্রপথ দিবসের বিষয়টি এই সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন বাবু জগজীবন রামের কথা। ১৪ এপ্রিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, মুদ্রা-ই-ন্যাম এবং ইউপিআই-এর মতো আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার উদ্যোগ এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি নিয়েও লেখা রয়েছে।

১ এপ্রিল উৎকল দিবস। এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় প্রচ্ছদে। চতুর্থ প্রচ্ছদে ভারতে চিতা সংরক্ষণের বিষয়টি জায়গা পেয়েছে।

আপনাদের মতামত ও পরামর্শ পাঠাতে থাকুন

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্য ১১টি ভাষায় এই পত্রিকাটি পড়তে বা ডাউনলোড করতে
https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির বাক্স

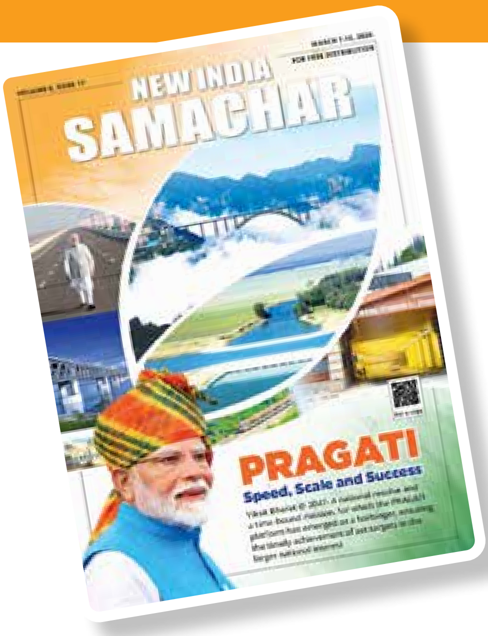

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের মাধ্যমে দেশের এবং বিদেশের নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা যায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও পত্রিকাটি সহায়ক। শিক্ষক হিসেবে আমি এই পত্রিকার মাধ্যমে সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখতে পারি। পড়ুয়াদেরও এই পত্রিকা পড়তে বলি। তারা পত্রিকাটির জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের সকলকে ধন্যবাদ।

ধনঞ্জয় কুমার যাদব

dhananjaybhu07@gmail.com

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের প্রতিটি ডিজিটাল সংস্করণ পড়ে থাকি। বড় বড় খবরের কাগজের তুলনায় এই পত্রিকায় সরকারের নানা প্রকল্প, পরিকাঠামো, অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে আরও বিশদ তথ্য পাওয়া যায়।

sourabh.iimc@gmail.com

ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত উপযোগী; বই আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ

বিগত এক বছর ধরে নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়ছি। ইউপিএসসি-র পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পত্রিকাটি অত্যন্ত সহায়ক। সাম্প্রতিক নানা বিষয় সম্পর্কে এবং সরকারের নানা প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারি এই পত্রিকায়। আমার মতে, এই পত্রিকার সংখ্যাগুলি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করা উচিত।

kaluvakavyalu@gmail.com

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা নির্ভরযোগ্য তথ্যের আকর। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত সহায়ক। প্রতিটি লেখাই তথ্যসমৃদ্ধ। ব্যক্তিত্ব বিভাগে দেশনায়কদের সম্পর্কে জানতে পারি।

prof.prema@gmail.com

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যায় নতুন কিছু থাকে

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যায় নতুন কিছু থাকে। জানতে পারি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে। দেশে কি ঘটছে, সে সম্পর্কে সব সময় অবহিত থাকা যায়। দেশাত্মবোধ থেকে পরিবেশ – প্রতিটি বিষয়েই নতুন কিছু পাই এই পত্রিকায়।

sjknews11@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং – ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি - ১১০০০৩

E-Mail: response-nis@pib.gov.in

পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি

২২-তম কিস্তির অর্থপ্রদান : ৭ বছরে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হল ৪.২৭ লক্ষ কোটি টাকা

গত ১১ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষকদের মজবুত সুরক্ষা চক্রের মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সঙ্কটের মধ্যেও কৃষি ক্ষেত্র ও কৃষকদের ওপর কোনও প্রভাব যাতে না পড়ে, সেজন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, সুলভ ঋণ, শস্য বিমা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ১০ বছরে কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ ২০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি পেয়েছেন। কৃষকদের ক্ষমতায়নের এই প্রয়াস অব্যাহত রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৩ মার্চ পিএম কিষাণ সম্মান নিধির ২২-তম কিস্তিতে ৯.৩২ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৮,৬৪০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাঠিয়েছেন। সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে ২.১৫ কোটি মহিলা কৃষকও রয়েছেন। বিশ্বের বৃহত্তম সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর প্রকল্প পিএম কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় এ পর্যন্ত ৪.২৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রতিটি যোগ্য কৃষকের পরিবার ৩টি কিস্তিতে বছরে ৬০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পান। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, “সম্মান নিধি প্রকল্প আজ দেশের ছোট কৃষকদের সামাজিক সুরক্ষার এক বাহন হয়ে উঠেছে”।

২০২৭-এর জনগণনার ম্যাসকট প্রকাশ: প্রগতি (মহিলা) এবং বিকাশ (পুরুষ)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৭ সালে হতে চলা বিশ্বের বৃহত্তম জনগণনার ম্যাসকট এবং এ সংক্রান্ত ডিজিটাল সরঞ্জামের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছেন। দুটি পর্যায়ে এই জনগণনা হবে। প্রগতি ও বিকাশ নামের দুটি ম্যাসকট প্রকাশ করা হয়েছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার যে জাতীয় সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে পুরুষ ও মহিলারা যে সমানভাবে অংশগ্রহণ করছেন, এই ম্যাসকট দুটি তারই প্রতীক। এই প্রথম ডিজিটালভাবে জনগণনা করা হবে। এছাড়া এবারই প্রথম “সেল্ফ এন্যুমারেশন” শীর্ষক একটি বিকল্প থাকছে। প্রথম দফায় ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িগুলির তালিকা তৈরি ও গণনা করা হবে। দ্বিতীয় দফায় ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশ জুড়ে জনগণনা হবে।

নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

লাইলেন্স পেল

অসামরিক বিমান পরিবহণ নির্দেশনালয়- ডিজিসিএ উত্তর প্রদেশের গৌতমবুদ্ধ নগরে নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জন্য যমুনা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট প্রাইফেট লিমিটেডকে এয়ারপোর্ট লাইসেন্স দিয়েছে। সব মরশুমে ২৪ ঘন্টার জন্য বিমান ওঠা-নামার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এই লাইসেন্সে। এটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেলে গড়ে তোলা হয়েছে। ৪টি পর্যায়ে এই বিমানবন্দরকে একটি বহুমুখী পণ্য পরিবহণ কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে একটি রানওয়ে ও একটি টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ে এই বিমানবন্দরের যাত্রীধারণ ক্ষমতা বছরে আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ। সবকটি পর্যায় সম্পূর্ণ হলে বিমানবন্দরের যাত্রীধারণ ক্ষমতা বেড়ে হবে প্রায় ৭ কোটি। এটি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের এক প্রধান বিমানবন্দর হয়ে উঠবে।

পদ্ম পুরস্কার- ২০২৭-এর মনোনয়ন

পদ্ম পুরস্কার- ২০২৭-এর মনোনয়ন পর্ব শুরু হয়েছে। ৩১ জুলাই পর্যন্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সমস্ত সুপারিশ/মনোনয়ন কেবলমাত্র অনলাইনে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস পোর্টালে গ্রহণ করা হবে। এর ঠিকানা https://awards.gov.in দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানগুলির অন্যতম পদ্ম পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম ভূষণ এবং পদ্মশ্রী। শিল্পকলা, সাহিত্য ও শিক্ষা, ক্রীড়া, চিকিৎসা, সমাজসেবা, বিজ্ঞান ও কারিগরি, জনপরিসর, সিভিল সার্ভিস, শিল্প বাণিজ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ছাড়া কোনও সরকারি কর্মী বা সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মীরা এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না। সরকার পদ্ম পুরস্কারকে সাধারণ মানুষের পুরস্কারে রূপান্তরিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব নাগরিককে পদ্ম পুরস্কারের সুপারিশ পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছে। কেউ চাইলে নিজেকেও এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করতে পারেন। এই সংক্রান্ত বিশদ তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইট https://mha.gov.in এবং পদ্ম পুরস্কার পোর্টাল https://padmaawards.gov.in –এ পাওয়া যাবে।

সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে আত্মনির্ভর হতে চলেছে দেশ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ৬ মার্চ ওড়িশার পারাদ্বীপে IFFCO সালফিউরিক অ্যাসিডের তৃতীয় কারখানার উদ্বোধন করেছেন। এই কর্মকাণ্ডের সূচনার ফলে IFFCO এবং KRIBHCO একযোগে দেশকে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জাতীয় ফরেন্সিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিপূজা এবং এর অস্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ ওড়িশার ফরেন্সিক সায়েন্সের পড়ুয়াদের সামনে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। এখানে তারা বিভিন্ন কর্মমুখী পাঠ্যসূচি নেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা তাদের স্নাতক হওয়ার পরই চাকরি পাওয়ার সুযোগ সুনিশ্চিত করবে। একই দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তিনটি, সমবায় মন্ত্রকের চারটি এবং ওড়িশা সরকারের ১৭৩টি প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেছেন।

"সুজলম ভিলেজ আইডি"র সূচনা

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিল "সুজলম ভিলেজ আইডি" উদ্যোগের সূচনা করেছেন। এই অনন্য আইডি-র মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ লাইন দিয়ে সরবরাহ করা জলের ডিজিটাল ম্যাপিং হবে। দেশে এই প্রথম প্রতিটি গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পের একটি করে ডিজিটাল পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১.৬৪ লক্ষ "সুজলম ভিলেজ আইডি" তৈরি করা হয়েছে। এগুলি ৬৭০০০ "সুজলম ভারত আইডি"-র সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসবে, নজরদারি জোরদার হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জল জীবন মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের মেয়াদ ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এর বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ভীম জন্মভূমি
মো, মধ্যপ্রদেশ

শিক্ষা ভূমি
আম্বেদকর মেমোরিয়াল,
লন্ডন

মহাপরিনির্বাণ ভূমি
আলিপুর রোড, নতুন দিল্লি

দীক্ষা ভূমি
নাগপুর, মহারাষ্ট্র

চৈত্য ভূমি
মুম্বাই, মহারাষ্ট্র

পঞ্চতীর্থ

মহান নেতাকে কুর্নিশ জানায় কৃতজ্ঞ জাতি

বাবা সাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের নীতি ও আদর্শ এক আত্মনির্ভর ও বিকশিত ভারত গঠনে শক্তি জোগাবে... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, কৃতজ্ঞ জাতি ১৪ এপ্রিল বাবা সাহেবের ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছে।

"বাবা সাহেব ছিলেন মানবতার এক সোচ্চার প্রবক্তা। সবধরণের আমানবিকতাকে তিনি খারিজ করেছেন, তার সংস্কার সাধনের চেষ্টা চালিয়েছেন এবং সবসময়ই তা করেছেন সাংবিধানিক সীমারেখার মধ্যে থেকে। বাবা সাহেব আমাদের কোন বার্তা দিয়েছেন ? তিনি একটাই কথা বলেছেন : 'ভাইসব, শিক্ষিত হও... ' শিক্ষিত হয়ে উঠলে তোমরা নিজের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখতে পারবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। দ্বিতীয় যে মন্ত্রটি তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা হল সংগঠিত হওয়া... আর তৃতীয় মন্ত্র হল মানবতার সপক্ষে এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া – এই তিনটি মন্ত্র আজও আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস, এগুলি আজও আমাদের শক্তি জোগায়। বাবা সাহেব আম্বেদকর যে চেতনা থেকে তাঁর কাজ করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ খাঁটি। দেশের প্রতি সমর্পণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতায় তা পরিপূর্ণ ছিল। তাই আজ আমাদের সংকল্প : দলিত, বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত, দরিদ্র, আদিবাসী গ্রামে থাকা মানুষ, বস্তিতে বাস করা মানুষ কিংবা যারা শিক্ষার আলো পাননি আমরা যদি তাঁদের সবার জন্য কাজ করতে চাই, তাহলে বাবা সাহেব আম্বেদকর আমাদের প্রেরণার চিরকালীন উৎস হয়ে থাকবেন।

সরকার বাবা সাহেবের অবদানকে দেশ ও বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। বাবা সাহেব দেশে বিদেশে যেসব জায়গায় থেকেছেন, সেগুলিকে 'পঞ্চতীর্থ' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাঁর জন্মস্থান মো, নাগপুরের দীক্ষা ভূমি, মুম্বাইয়ের চৈত্য ভূমি, দিল্লির যেখানে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছিলেন এবং লন্ডনে আম্বেদকর মেমোরিয়াল হোম – এই পঞ্চতীর্থ আগামী প্রজন্মেরও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। দেশের সব নাগরিকের পক্ষ থেকে আমি ভারতরত্ন বাবা সাহেবকে তার জন্ম বার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তাঁর প্রেরণাতেই আজ দেশ সামাজিক ন্যায়ের স্বপ্নপূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার নীতি ও আদর্শ এক আত্মনির্ভর ও বিকশিত ভারত গঠনের কাজে গতি সঞ্চার করছে।"

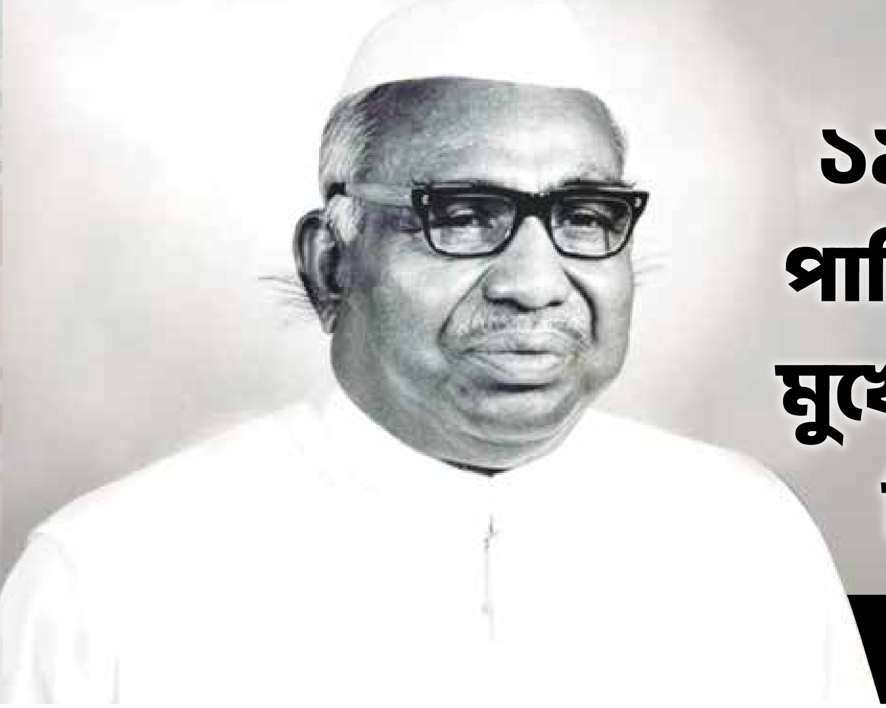

১৯৭১ এর যুদ্ধে পাকিস্তানকে যিনি মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন

জন্ম : ৫ এপ্রিল, ১৯০৮
মৃত্যু : ৬ জুলাই, ১৯৮৬

ভারতীয় রাজনীতির এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাবু জগজীবন রাম, তাঁর সারা জীবন ধরে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী হিসেবে ভারতে সবুজ বিপ্লব আনার কৃতিত্ব তাঁর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তিনি ১৯৭১ –এর যুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের। সামাজিক ন্যায়ের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার, প্রেরণার এক চিরায়ত উৎস হয়ে থাকবে...

বাবু জগজীবন রাম ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জাতীয় স্তরের এমন এক নেতা, যিনি শোষিত ও বঞ্চিতদের উন্নয়নে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। বিহারের ভোজপুরে ১৯০৮ সালের ৫ এপ্রিল তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ধর্মভীরু। জগজীবন রাম বাবার কাছ থেকেই মানবিক বোধ ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন। জগজীবন রাম দলিতদের উন্নয়নে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁকে ভালোবেসে বাবুজি বলে ডাকা হত। তাঁর আদর্শ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৪০ সালের ১০ ডিসেম্বর এবং ১৯৪২ সালের ১৯ অগাষ্ট তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯৪৬ সালে তিনি অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের তরুণতম মন্ত্রী হন। তিনি ভারতের গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন।

এর আগে ১৯৩৬ সালে মাত্র ২৮ বছর বয়সে তিনি বিহার বিধান পরিষদের মনোনীত সদস্য হন। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে তিনি পূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন, যা এক রেকর্ড। বহু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী হিসেবে ভারতে সবুজ বিপ্লব আনার কৃতিত্ব তাঁর। আবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তিনি ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারতের ঐতিহাসিক জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের। প্রশাসক হিসেবে তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। ১৯৮৬ সালের ৬ জুলাই মহান এই জাতীয়তাবাদী নেতার জীবনাবসান হয়।

২০২৫ সালের ৫ এপ্রিল প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী বাবু জগজীবন রামের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকারের জন্য তাঁর আজীবনের সংগ্রাম চিরকাল আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বাবু জগজীবন রাম দরিদ্রদের কল্যাণে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বহু বছর ধরে তিনি দেশের সেবা করেছেন। বাবু জগজীবন রাম দুটি জিনিস চাইতেন, শক্তিশালী ভারত এবং গণতান্ত্রিক ভারত। পাকিস্তানকে যখন আমরা মুখের মতো জবাব দিয়েছিলাম, তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন বাবুজি।

তিনিই ছিলেন প্রথম কংগ্রেস নেতা, যিনি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেই কঠিন সময়ে যখন নির্বিচারে গ্রেফতার করা হচ্ছিল, তখন তিনি প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠে মানুষকে ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।"

উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ

ভারত পরবর্তী পর্যায়ের দিকে এগিয়ে চলেছে

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ডান্ডি অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল – ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য। গৌরবোজ্জ্বল সেই ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গত ১১ বছর ধরে ভারত উন্নয়নের নতুন এক অধ্যায় রচনা করছে। উন্নয়নযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি – এবারের গন্তব্য ও লক্ষ্য হল 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইটিভি নেটওয়ার্ক আয়োজিত এনএক্সটি শীর্ষ সম্মেলনে দেশের এই সঙ্কল্প বাস্তবায়নে এক রূপরেখা তৈরি করেছেন : ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত এক রাষ্ট্রে পরিণত করা।

গন্তব্য ... বিকশিত ভারত

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি অভিযানের সূচনা করেছিলেন। এই অভিযান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিটি প্রান্তে অভিন্ন এক লক্ষ্য নিয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হন। আজ, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রায় ১০০ বছর পর ভারতের জনসাধারণ আরও একটি নতুন অভিযানের প্রস্তুতি নিয়েছেন। এবারের লক্ষ্য 'বিকশিত ভারত'। আমাদের লক্ষ্য এক, গন্তব্য এক : বিকশিত ভারত।

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে

একবিংশ শতাব্দীর এক সময়কাল অভূতপূর্ব – যা আগে কখনও কেউ প্রত্যক্ষ করেননি। একদিকে যেমন যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি নজরে আসছে, পাশাপাশি সরবরাহ শৃঙ্খল আবারও বিঘ্নিত হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই আবহে, ভারত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এগিয়ে চলেছে।

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে কিভাবে সে মোকাবিলা করবে তার ওপর ভিত্তি করেই ভারতের উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত তৈরি হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় আমরা অতিক্রম করেছি। এরপর রাশিয়া-ইউক্রেন

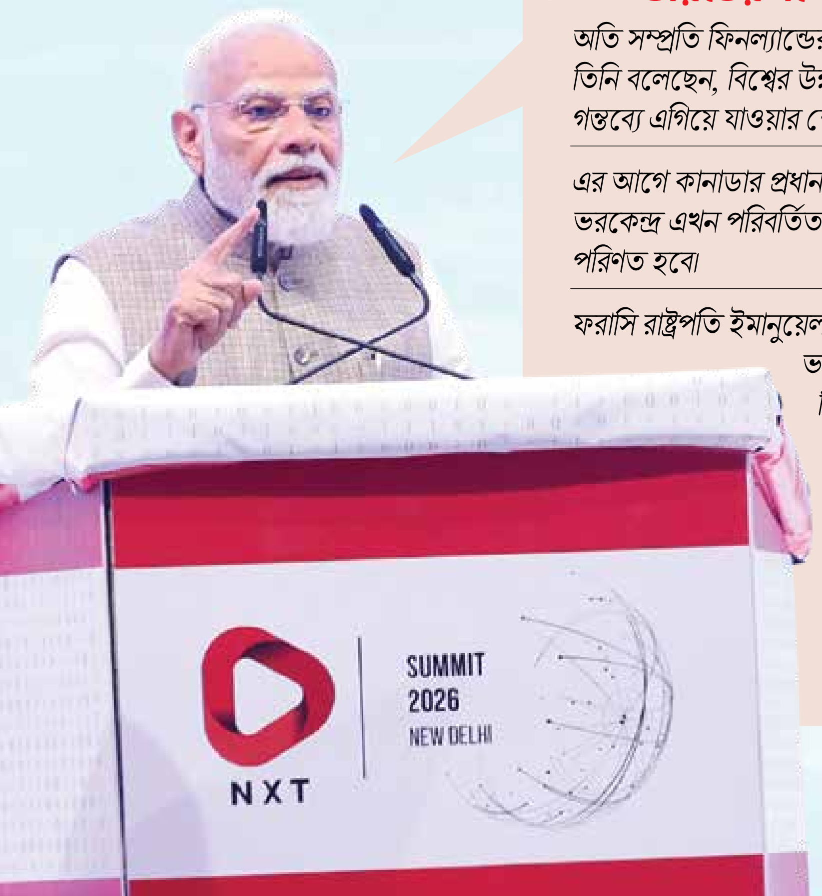

“ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলা অবশ্যম্ভাবী ...

অতি সম্প্রতি ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার স্টুব ভারত সফর করেন। তিনি বলেছেন, বিশ্বের উন্নয়ন এখন থেকে নির্ধারণ করবে দক্ষিণী বিশ্ব, এই গন্তব্যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একক বৃহত্তম শক্তি হবে ভারত।

এর আগে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিও বলেছিলেন, বিশ্বের উন্নয়নের ভরকেন্দ্র এখন পরিবর্তিত হচ্ছে। আগামী তিন দশকে ভারত এই ভরকেন্দ্রে পরিণত হবে।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রঁও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধানে ভারতকে নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেউ যদি এই বক্তব্যগুলির বিশ্লেষণ করেন তাহলে তিনি দেখবেন, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বক্তব্যই ফুটে উঠছে। আপনি যদি ভবিষ্যতের উন্নয়নের অংশীদার হতে চান, তাহলে সোজাভাবে আপনাকে ভারতের সঙ্গে থাকতে হবে এবং অবশ্যই ভারতে থাকতে হবে।”

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

যুদ্ধের সঙ্কট শুরু হয়েছে। আর এখন আরেকটি বড় যুদ্ধ চলছে। এই সংঘাত সারা বিশ্বকে গুরুত্বপূর্ণ এক জ্বালানি সঙ্কটে পৌঁছে দিয়েছে। ভারত সরকার এই সঙ্কটের মোকাবিলায় সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে। বিভিন্ন স্তরে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমি দিনকয়েক ধরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। সরবরাহ শৃঙ্খলে যে বিঘ্ন ঘটছে, সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে নিরন্তর প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তভাবে, ধৈর্য্য সহকারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। জনসাধারণের আস্থাকে শক্তিশালী করা এবং সকলের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। এই পরিস্থিতিতে সকলেরই কিছু ভূমিকা রয়েছে।

সংস্কারের পরবর্তী অধ্যায়ের দিকে

আজ ভারত ‘পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার’-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। ভারত আসলে রিফর্ম এক্সপ্রেসের যাত্রী। অতীতে অনেক কাজ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ভারত অসম্ভব বলে বিবেচনা করত, আজ সেই সিদ্ধান্তগুলি ভারত কার্যকর করছে।

- এক সময়ে বলা হত, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা অসম্ভব। আজ জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
- দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা অসম্ভব ছিল; আজ ৫০ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।
- তিন তালাকের বিলোপ অসম্ভব বলে ভাবা হত। আজ আমাদের মুসলিম বোনেরা এই অবিচার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

জ্বালানি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা

দেশে এলপিজি সংযোগ

- গত ১১ বছরে গ্যাস ভরার ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে; সরবরাহ কেন্দ্র ১৩ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ হাজারে পৌঁছেছে।
- ২০১৪ সালে চারটি এলএনজি টার্মিনাল ছিল। এই সংখ্যা এখন বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ।
- গ্যাসের পাইপলাইন প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার ছিল; বর্তমানে তা সম্প্রসারিত হয়ে ১০,০০০ কিলোমিটারে পৌঁছেছে।
- রান্নার গ্যাসের ৬০% আমদানি করা হয়; গ্যাস আমদানির ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বড় বড় বন্দরগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ ...

- ২০১৪ সালের আগে মাত্র ২৫-২৬ লক্ষ বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হত; আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষে পৌঁছেছে।
- ২০১৪ সালে দেশে ১০ লক্ষ গাড়ি সিএনজি-র মাধ্যমে চলত; আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ লক্ষ হয়েছে।
- গত এক দশকে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের পরিকাঠামো দেশের ৬০০টিরও বেশি জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে।

পেট্রোলিয়ামে ইথানল মিশ্রণ এবং মজুত করার ক্ষমতা

- ২০১৪ সালের আগে ভারতে জ্বালানি মজুত রাখার পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব একটা উদ্যোগ দেখা যায়নি। আজ ৫০ লক্ষ টনেরও বেশি পেট্রোলিয়াম মজুত রাখার পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।
- আজ ভারত বিশ্বের বৃহত্তম তৈল শোধনাগার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত এক দশক ধরে শোধন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর এই ক্ষমতা ৪ কোটি টন অতিক্রম করেছে।
- পেট্রোলিয়ামের ওপর নির্ভরতা কমাতে ইথানল এবং জৈব-জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দেশে ইথানল মিশ্রণের ক্ষমতা

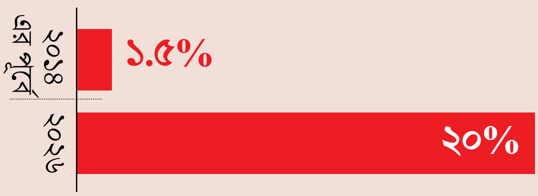

- ভারত যদি এই উদ্যোগগুলি গ্রহণ না করত তাহলে তাকে ১৮ কোটি অতিরিক্ত ব্যারেল তেল গত ১১ বছর ধরে আমদানি করতে হত।

প্রায় **৪৫** মিলিয়ন ব্যারেল তেল প্রতি বছর কম আমদানি করা হচ্ছে। আমাদের ইথানল উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।

প্রায় **১.৫** লক্ষ কোটি টাকা এর মধ্য দিয়ে দেশ সাশ্রয় করেছে।

রেল লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণ

ব্রডগেজ লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণ

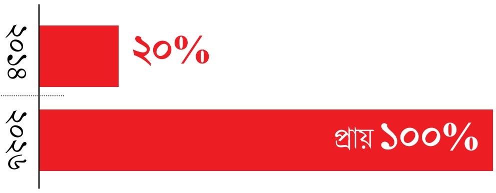

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতীয় রেল প্রায় ১৮০ কোটি লিটার ডিজেল কম ক্রয় করেছে।
- বৈদ্যুতিকীকরণ না হলে ডিজেলের জন্য প্রতি বছর আরও বেশি অশোধিত তেল আমদানি করতে হত।

- লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ প্রায় অসম্ভব বলে ভাবা হত। আজ এটি কার্যকর করতে একটি আইন বলবৎ হয়েছে।
- আজ চন্দ্রাভিযান, সেমি-কন্ডাক্টর এবং কোয়ান্টাম মিশনের মতো বিভিন্ন প্রকল্প ভারতকে পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি কার্যকর করতে প্রথমসারির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

... যুদ্ধের প্রতিকূল প্রভাব যাতে ভারতের ওপর না পড়ে, সেটি নিশ্চিত করা

- রাশিয়া-ইউক্রেন সঙ্কট যখন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়ার দাম ব্যাগ পিছু ৩,০০০ টাকা হয়েছিল। কিন্তু কৃষকরা যাতে ৩০০ টাকায় সেই ইউরিয়া কিনতে পারেন, সরকার তা নিশ্চিত করেছে।
- বর্তমানে যুদ্ধের প্রভাব যাতে ন্যূনতম নাগরিক জীবনে পড়ে, তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির জন্য বিশেষ অভিযান

উন্নয়নযাত্রায় যাঁরা পিছিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আজ উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লক কর্মসূচি এবং পিএম-জনমান প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। এর ফলে, আবাসন, সড়ক, বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

- আজ দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেক পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি থেকে পাওয়া যায়।

বর্তমানে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির ক্ষমতা অতিক্রম করেছে **২৫০ গিগাওয়াট**

- গৃহস্থালীর কাজে গ্যাসের পরিবর্তে বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করা হচ্ছে। পিএম সূর্য ঘর : মুফত বিজলী যোজনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩ লক্ষ বাড়ির ছাদে সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য প্যানেল বসানো হয়েছে।
- গোবর্ধন প্রকল্পের আওতায় কম্প্রেসড বায়োগ্যাস উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১০০টি প্ল্যান্ট থেকে এই গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। আরও ৬০০টি প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চলছে।

ভারতের সৌরশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা

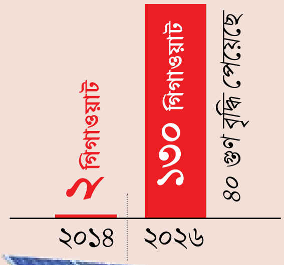

নকশালবাদ

২০১৩ সালে ১৮০টিরও বেশি জেলা মাওবাদী সন্ত্রাসের কবলে ছিল। আজ এই সংখ্যা এক অঙ্কে নেমে এসেছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মানুষ ভয়ে ভয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। আজ ঐ অঞ্চলে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে।

ভারত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছে ...

আজ ভারত শুধু স্বপ্নই দেখে না, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িতও করে। তাই সারা বিশ্ব বলছে, "ভারত শুধু উন্নতিই করছে না, উন্নতির পরবর্তী ধাপে এগিয়ে চলেছে।" কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় আমরা দেখেছি, আমরা যখন একসঙ্গে কাজ করি তখন যে কোনো সমস্যার সমাধান আরও সফলভাবে করে থাকি। আজ দেশ আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যা নিরসনে আমাদের জাতীয় স্বার্থকে বজায় রেখে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায় ...

দেশ আজ পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে চলেছে। ইউপিআই ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থাকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করেছে। বিশ্বের দ্রুততম ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ভারতে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দেশ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে তার গতিরোধ করা অসম্ভব। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই পরবর্তী ধাপে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি, যখন একটি স্বপ্ন পূরণ হয়, তখন নতুন স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। আজ ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে চলেছে। ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠছে। সব পরিস্থিতিতে ভারত উন্নত রাষ্ট্র হয়ে উঠবে। ●

ভারতের সামুদ্রিক শক্তির পুনরুজ্জীবন

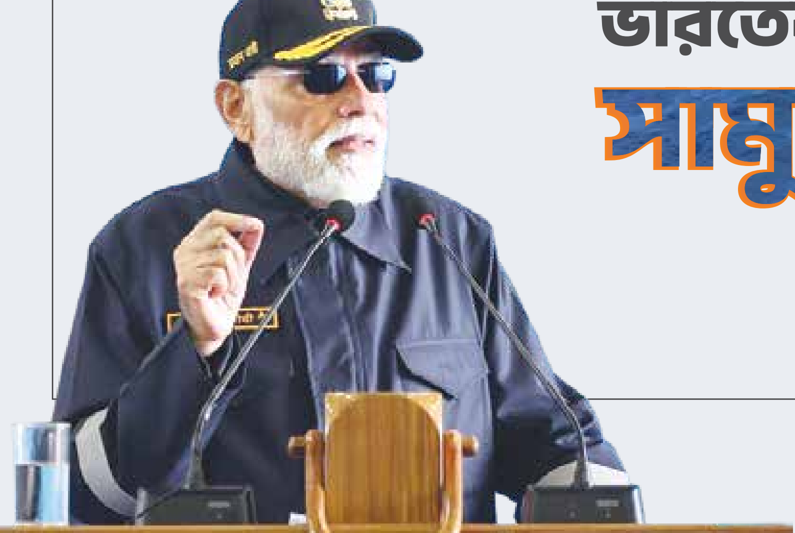

ভারতকে একসময় বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী দেশ হিসেবে মনে করা হত। এটি সম্ভব হয়েছিল সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ভারতের শক্তিশালী উপস্থিতির কারণে। তথাপি স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রটির দিকে প্রয়োজনীয় নজর দেওয়া হয়নি। আজ বিশ্বের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গৌরবময় সামুদ্রিক ইতিহাসের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে এক নতুন ভারত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আধুনিক বন্দরগুলির উন্নয়ন, উন্নত সামুদ্রিক যোগাযোগ এবং অত্যাধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দেশে এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারত শুধুমাত্র বাণিজ্য এবং শিল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করছে না, সেই সঙ্গে জাতীয় সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং কৌশলগত স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে এক নতুন গতি প্রদান করে চলেছে...

জাতীয় সামুদ্রিক দিবস (৫ এপ্রিল) উপলক্ষে আসুন, আমরা জেনে নিই, বিশ্বে প্রথম সারির সামুদ্রিক শক্তি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে গত ১১ বছর ধরে কী কী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এইসব উদ্যোগ ২০৪৭ সালের মধ্যে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে প্রায় ৮ ট্রিলিয়ন অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত এবং প্রায় দেড় কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক অমৃতকালের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের পথে নতুন ভারত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে...

ভারতের সামুদ্রিক শক্তির এক সোনালী ইতিহাস রয়েছে, যা হাজার হাজার বছর ধরে বিস্তৃত। শত শত বছর আগে যখন প্রযুক্তি ও সম্পদের ঘাটতি ছিল, তখন ভারত সিন্ধুদুর্গের মতো অসংখ্য দুর্গ নির্মাণ করেছিল। ১১,০০০ কিলোমিটারের বেশি বিস্তৃত উপকূলরেখা ও বিশ্বের প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথগুলির সঙ্গে ভারতের কৌশগত অবস্থানের কারণে বন্দরভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে এর প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে নতুন ভারত সেই সোনালী ইতিহাসের নবজাগরণে এক নতুন অধ্যায় তৈরি করছে। সামুদ্রিক শক্তি ও সক্ষমতার গুরুত্ব ভারতের ধর্মীয় গ্রন্থ এবং আধুনিক কাজকর্মের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটিকে মনে রেখে নতুন ভারত সামুদ্রিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক অর্জন করছে। সামুদ্রিক পরিকাঠামো পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে ধারাবাহিকভাবে কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "সমৃদ্ধির জন্য বন্দর" এবং "অগ্রগতির জন্য বন্দর"-এর ভাবনা বাস্তবে ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন আনছে, কাজের ক্ষেত্রে "উৎপাদনশীলতার জন্য বন্দর" মন্ত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছে। উপকূলীয় জাহাজ চলাচল ব্যবস্থাকেও ভারত আধুনিক করে তুলছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নয়নের ক্ষেত্রও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যখনই ভারতের সামুদ্রিক সক্ষমতা শক্তিশালী হয়েছে, তখনই দেশ এবং গোটা বিশ্ব ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। এর সাক্ষী রয়েছে ইতিহাস। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে এই ক্ষেত্রকে মজবুত করতে গত এক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘর্ষের কারণে সামুদ্রিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক নজরদারি ও প্রস্তুতিকে আরও জোরদার করেছে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল, ভারতীয় নাবিক ও ভারতীয় জাহাজগুলির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং বিঘ্নহীন সামুদ্রিক বাণিজ্য সুনিশ্চিত করা।

সমৃদ্ধ ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে

ভারতের এক সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ঐতিহ্য রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে ভারত জাহাজ নির্মাণ ও উপকূলীয় বাণিজ্যের জন্য পরিচিত ছিল। এই ভূমিতেই চোল এবং মারাঠার মতো শক্তিশালী রাজবংশ ছিল, যাঁদের শক্তিশালী নৌ শক্তি, বিস্তৃত বাণিজ্য এবং কৌশলগত ক্ষমতা দেশের সমৃদ্ধি ও শক্তির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সমুদ্র কীভাবে সম্ভাবনার এক সেতু হয়ে উঠতে পারে, সেই দূরদৃষ্টি তাঁরা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্র, সেকেলে আইন এবং সীমিত ক্ষমতা নিয়ে লড়াই চালাচ্ছিল। এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং গত ১১ বছর ধরে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। আজ ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্র আধুনিক, আন্তর্জাতিক আস্থা ও জাতীয় গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ভারতীয় উপকূল বরাবর বিভিন্ন সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় বন্দরগুলি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এইসব উপকূল ভারতকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ভারতের সমৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ছিল এর সামুদ্রিক শক্তি। এই শক্তির এক দৃষ্টান্ত হলেন ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ নিজে, যিনি সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সামুদ্রিক শক্তিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নতুন নতুন নীতি প্রণয়ন করেছিলেন এবং দেশের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। একসময় ভারতের শক্তি এতই বেশি ছিল যে, দরিয়া সারাং কানহোজি আংগ্রে গোটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বশীভূত করেছিলেন। তথাপি স্বাধীনতার পর সেই পরম্পরাকে অবহেলা করা হয়েছিল। শিল্পোন্নয়ন থেকে বাণিজ্য, ভারত ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে একসময় ভারত ছিল বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণের হাব। ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে নির্মিত জাহাজগুলি অভ্যন্তরীণ এবং বিশ্ববাণিজ্যে ইন্ধন জুগিয়েছিল। এমনকী ছয় দশক আগেও ভারতের তৈরি জাহাজ ব্যবহৃত হত। সেইসময় দেশের আমদানি ও রপ্তানির ৪০ শতাংশের বেশি দেশে নির্মিত জাহাজের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হত। এরপর ভারতের জাহাজ ক্ষেত্র অবহেলিত হতে থাকে।

> **বন্দর-চালিত উন্নয়নের জন্য ১১ বছর আগে আমাদের স্থির করা লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ভারত অনন্যসাধারণ সাফল্য অর্জন করছে। বড় বড় জাহাজগুলির জন্য আমরা দেশজুড়ে বড় বড় বন্দর তৈরি করছি এবং সাগরমালার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে বন্দর যোগাযোগের প্রসার ঘটাচ্ছি।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ভারতে জাহাজ নির্মাণের দিকে নজর না দিয়ে বিদেশী জাহাজ ভাড়া করার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এতে ভারতে জাহাজ নির্মাণ পরিকাঠামোয় স্থবিরতা দেখা দেয়। বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভরশীলতা বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতি হিসেবে, ৫-৬ দশক আগে যেখানে ৪০ শতাংশ বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের মাধ্যমে করা হ'ত, তা কমে মাত্র ৫ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, আমাদের বাণিজ্যের ৯৫ শতাংশ বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

সহজভাবে বললে, গত এক দশকে এই ক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগের আগে ভারতকে প্রতি বছর বিদেশী জাহাজ সংস্থাগুলিকে প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৬০ লক্ষ কোটি টাকা দিতে হ'ত। এর অর্থ হ'ল – এটি ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় সমান। যদি এই পরিমাণ অর্থ ভারতের জাহাজ শিল্পে লগ্নি করা হ'ত, তবে বিশ্ব আজ ভারতীয় জাহাজ ব্যবহার করত। সাশ্রয় হওয়া অর্থ দেশ অন্য জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে ব্যবহার করতে পারত। নতুন ভারত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং এর সম্ভাবনা ও গৌরবকে স্বীকৃতি দিয়েছে। একইসঙ্গে, সামুদ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে দেশ ধারাবাহিকভাবে এক নতুন মাইলফলক তৈরি করে চলেছে। আজ সামুদ্রিক ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড হয়ে উঠেছে, দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রায় ৯৫ শতাংশ সহায়ক হয়ে উঠেছে এবং মূল্যমানের দিক থেকে ৭০ শতাংশ। এর কেন্দ্রে রয়েছে – জাহাজ নির্মাণ, যাকে প্রায়ই "ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মা" বলা হয়ে থাকে। এটি শুধুমাত্র কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে না, সেইসঙ্গে জাতীয় সুরক্ষা, কৌশলগত স্বাধীনতা, বাণিজ্য ও শক্তি সরবরাহ-শৃঙ্খলের সর্বোত্তম ব্যবহারও সুনিশ্চিত করছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে জাহাজ নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং ভারতীয় নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এই লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

> **জাহাজ ক্ষেত্রে সংস্কার হ'ল – ভারতের এক দশকের সংস্কার যাত্রার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমরা যদি গত ১০ বা ১১ বছরের দিকে তাকাই, তবে দেখব, ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিবর্তন এসেছে।**
>
> ***নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী***

ভারতীয় সমুদ্র

সামুদ্রিক ক্ষেত্র ভারতের শক্তি, সুস্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতার প্রতীক। ১১,০৯৮ কিলোমিটার উপকূলরেখা, ১৩টি উপকূলবর্তী রাজ্য, প্রায় ১,৩০০টি দ্বীপ এবং ২.৩৭ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের বিশেষ আর্থিক অঞ্চল ভারত'কে স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক শক্তির দেশে পরিণত করেছে।

১১,০৯৮ কিমি-দীর্ঘ উপকূলরেখা

১৩ উপকূলবর্তী রাজ্য

১,৩০০ দ্বীপপুঞ্জ

২৩.৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিশেষ আর্থিক অঞ্চল

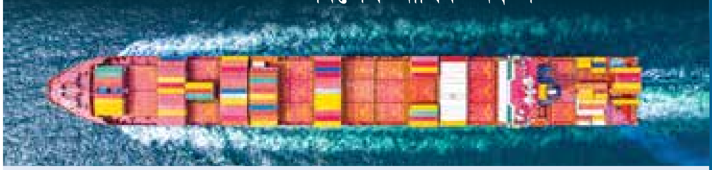

মেরিটাইম কী?

'মেরিটাইম'-এর অর্থ হ'ল – সামুদ্রিক শিল্প, জাহাজ চলাচল, বাণিজ্য, জাহাজ নির্মাণ ও সামুদ্রিক সুরক্ষা, যেগুলি অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

সমৃদ্ধ ইতিহাস

ভারতের সামুদ্রিক ইতিহাস সিন্ধু সভ্যতার লোথাল (বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর)-এর সঙ্গে যুক্ত, এর মাধ্যমে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করা হ'ত। ২৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে লোথালে শুকনো বন্দরের খোঁজ মেলে। এটিকে বিশ্বের প্রথম পোতাশ্রয় এবং জাহাজ মেরামতির ব্যবস্থাসম্পন্ন বন্দর মনে করা হয়।

"ভারতের ইতিহাস হল, আমাদের সামুদ্রিক শক্তির পরাক্রমতার ইতিহাস। শত শত বছর আগে যখন এই ধরনের প্রযুক্তি এবং সম্পদ ছিল না, তখন আমরা সিন্ধুদুর্গের মতো অসংখ্য দুর্গ তৈরি করেছি। ভারতের সামুদ্রিক শক্তি হাজার হাজার বছরের পুরনো। গুজরাটের লোথালে আবিষ্কৃত সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা বন্দর আজ আমাদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এর ফলে, অধিকাংশ বন্দরের ধারণক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে, বেসরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে এবং জাহাজ চলাচলের সময় কমেছে। এটির মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্য উপকৃত হয়েছে, কমেছে খরচও। গুজরাটের লোথালে আবিষ্কৃত সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা বন্দর আজ আমাদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য। এক সময়ে সুরাট বন্দরে ৮০টিরও বেশি দেশের জাহাজ নোঙ্গর করত। চোল সাম্রাজ্য তার শক্তির উপর ভর করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করে। তাই, যখন বিদেশী শক্তিগুলি ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন এই ক্ষেত্রকে তারা প্রথম নিশানা করেছিল। ভারত তার নৌকা এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত, যা তার এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। শিল্পকলা, দক্ষতা – সবকিছুকেই অচল করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে, ভারত সমুদ্র ও কৌশলগত আর্থিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে। আজ ভারত যেহেতু উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে, তাই দেশ তার অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার সমুদ্র এবং এর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রের উপর নজর দিচ্ছে।

সামুদ্রিক অর্থনীতি

সমুদ্রের মাধ্যমে ভারতের আর্থিক শক্তির প্রবাহ

সমুদ্রের মাধ্যমে ভারতের আর্থিক শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে। ভারতের বাণিজ্যের প্রায় ৯৫ শতাংশ এবং মূল্যমানের দিক থেকে প্রায় ৭০ শতাংশ সমুদ্রপথে হয়ে থাকে।

জিডিপি'র **৬০%** আসে উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি থেকে।

এছাড়া প্রায় ৮ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে সমুদ্রের উপর।

১০% সামুদ্রিক বাণিজ্যের ১০% ভারত নিয়ন্ত্রণ করে।

২০৪৭ সালের মধ্যে একে তিনগুণ করার লক্ষ্য।

মাছ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম, আন্তর্জাতিক উৎপাদনের ৮%।

ভারতের মৎস্য ক্ষেত্র প্রায় ৩ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায় সহায়তা করে থাকে এবং রপ্তানীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

> **দক্ষতা এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে উল্লেখযোগ্য কাজ চলছে। উপকূলীয় আর্থিক অঞ্চল, বন্দর-ভিত্তিক স্মার্ট শহর এবং শিল্প পার্কগুলিকে আমরা বন্দরগুলির সঙ্গে সুসংহত করছি। এর ফলে, শিল্পে বিনিয়োগ বাড়বে এবং বন্দরের কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে আন্তর্জাতিক উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্মে উৎসাহ আসবে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

নীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারত নজিরবিহীন গতি এনেছে। সাগরমালা প্রকল্পের আওতায় বন্দর-চালিত উন্নয়নে জোর দিচ্ছে ভারত এবং মেরিটাইম ভিশন-এর আওতায় সামুদ্রিক অঞ্চলগুলির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে ভারত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি বলেছেন, "ভারতের এক সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ঐতিহ্য রয়েছে। আমাদের মৎস্যজীবী এবং প্রাচীন বন্দর শহরগুলি এই ঐতিহ্যের প্রতীক। এর প্রধান দৃষ্টান্ত হ'ল – সৌরাষ্ট্রের ভাবনগর। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত করতে এবং বিশ্বের সামনে আমাদের সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে লোথালে এক অনন্যসাধারণ সামুদ্রিক সংগ্রহালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। স্ট্যাচু অফ ইউনিটির মতো এটিও নতুন ভারতের পরিচয়ের বাহক হয়ে উঠবে।"

সামুদ্রিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব

নতুন ভারত নির্ধারিত সময়ের আগেই তার লক্ষ্য অর্জন করছে। বন্দর-চালিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১১ বছর আগে স্থির করা লক্ষ্য অর্জনে ভারত সাফল্য পাচ্ছে।

মেরিটাইম ভিশন

ভারতের ভবিষ্যতের মেরিটাইম ভিশন

আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ভারত ধারাবাহিকভাবে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০৩০-এর মধ্যে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ভারত কীভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে, একটি দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি করা হয়েছে। ২০৪৭-এর মধ্যে সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে ভারত কীভাবে বিকশিত ভারতের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলবে, তা নির্ধারিত করতে কাজ শুরু করা হয়েছে।

মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন (এমআইভি) ২০৩০

মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০-এ ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নে এক সর্বাত্মক কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে – বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ। এমআইভি ২০৩০-এ আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ১৫০টি উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে।

মেরিটাইম অমৃতকাল ভিশন

২০৪৭

ভারত শুধুমাত্র তার বাণিজ্যিক চাহিদাই মেটাতে প্রস্তুত নয়, সেইসঙ্গে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এই ভাবনার ভিত্তিতে ভারতের সামুদ্রিক পুনরুত্থানে এক দীর্ঘকালীন রোডম্যাপ তৈরি করার লক্ষ্যে মেরিটাইম অমৃতকাল ভিশন ২০৪৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বন্দর, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ জলপথ, জাহাজ নির্মাণ এবং পরিবেশ-বান্ধব জাহাজ চলাচলের উদ্যোগে প্রায় ৮০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

আজ সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের অংশীদারিত্বের হার ১০%। আমাদের অবশ্যই এই হারকে আরও বৃদ্ধি করতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে আমরা আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে আমাদের অংশীদারিত্বকে প্রায় তিনগুণ করতে চাই এবং আমরা তা করবই।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বড় বড় জাহাজের জন্য দেশজুড়ে বড় বড় বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে এবং সাগরমালার মতো প্রকল্প বন্দর যোগাযোগ সম্প্রসারিত করছে। গত ১১ বছরে ভারতের বন্দরগুলির ধারণক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়েছে। ২০১৪ সালের আগে ভারতে একটি জাহাজের গড় অবস্থানকাল ছিল দু'দিন। এখন একদিনেরও কম সময়ে সেই কাজ সম্ভব হচ্ছে, অর্থাৎ প্রায় ৬০ শতাংশ সময় কমেছে। দেশজুড়ে নতুন এবং বড় বড় বন্দরও তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি কেরলমে দেশের প্রথম ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর চালু করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ৭৫,০০০ কোটি টাকায় বাদাবন বন্দর নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি বিশ্বের প্রথম ১০টি সেরা বন্দরের অন্যতম হতে চলেছে।

সামুদ্রিক পরিকাঠামো

ভারত সামুদ্রিক শক্তিকে মজবুত করছে

ভারতের ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। সেই কারণে এই ক্ষেত্রে দেশের সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ঐতিহ্য এবং সক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধারাবাহিকভাবে এর পরিকাঠামোকে মজবুত করার ওপর জোর দিয়ে চলেছেন। ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সংস্কার, জাহাজ নির্মাণ এবং পরিবেশ বান্ধব জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে যথার্থ ফল প্রদান করছে...

৬৯,৭২৫ কোটি টাকার সর্বাত্মক প্যাকেজ ভারতের জাহাজ নির্মাণ ও সামুদ্রিক পরিমণ্ডলকে পুনরুজ্জীবিত করতে অনুমোদিত হয়েছে।

এই প্যাকেজের আওতায় শিপবিল্ডিং ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিম (এসবিএফএএস)-কে ৩১ মার্চ ২০৩৬ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

জাহাজ পরিবহণ

ভারতের জাহাজ পরিবহণ ক্ষমতা (গ্রস টনেজ) ৩৫% বৃদ্ধি

(ধারণক্ষমতা মিলিয়ন জিটি-তে)

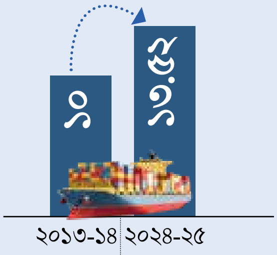

ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ/ভেসেল

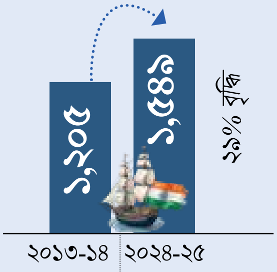

জাহাজগুলিতে নিযুক্ত কর্মীর (নাবিক) সংখ্যা ১৭৪% বৃদ্ধি

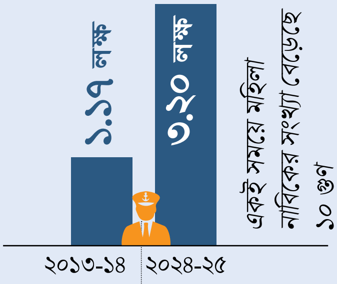

সামুদ্রিক ক্ষেত্রে মহিলা নাবিকের সংখ্যা

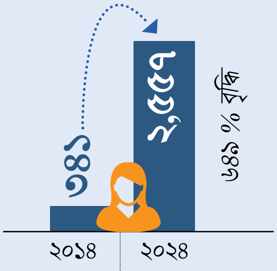

আজ সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যে ভারতের অংশীদারিত্ব মাত্র ১০%। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত একে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রায় ৩ গুণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এগোচ্ছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ৮ ট্রিলিয়ন অর্থ বিনিয়োগ এবং ১৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত সামুদ্রিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নেতা হয়ে উঠতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি নাবিকের সংখ্যাও বাড়ছে। এঁরা হলেন কঠোর পরিশ্রমী পেশাদার, যাঁরা জাহাজ পরিচালনা করেন, ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং পণ্য ওঠানো-নামানোর তদারকি করেন।

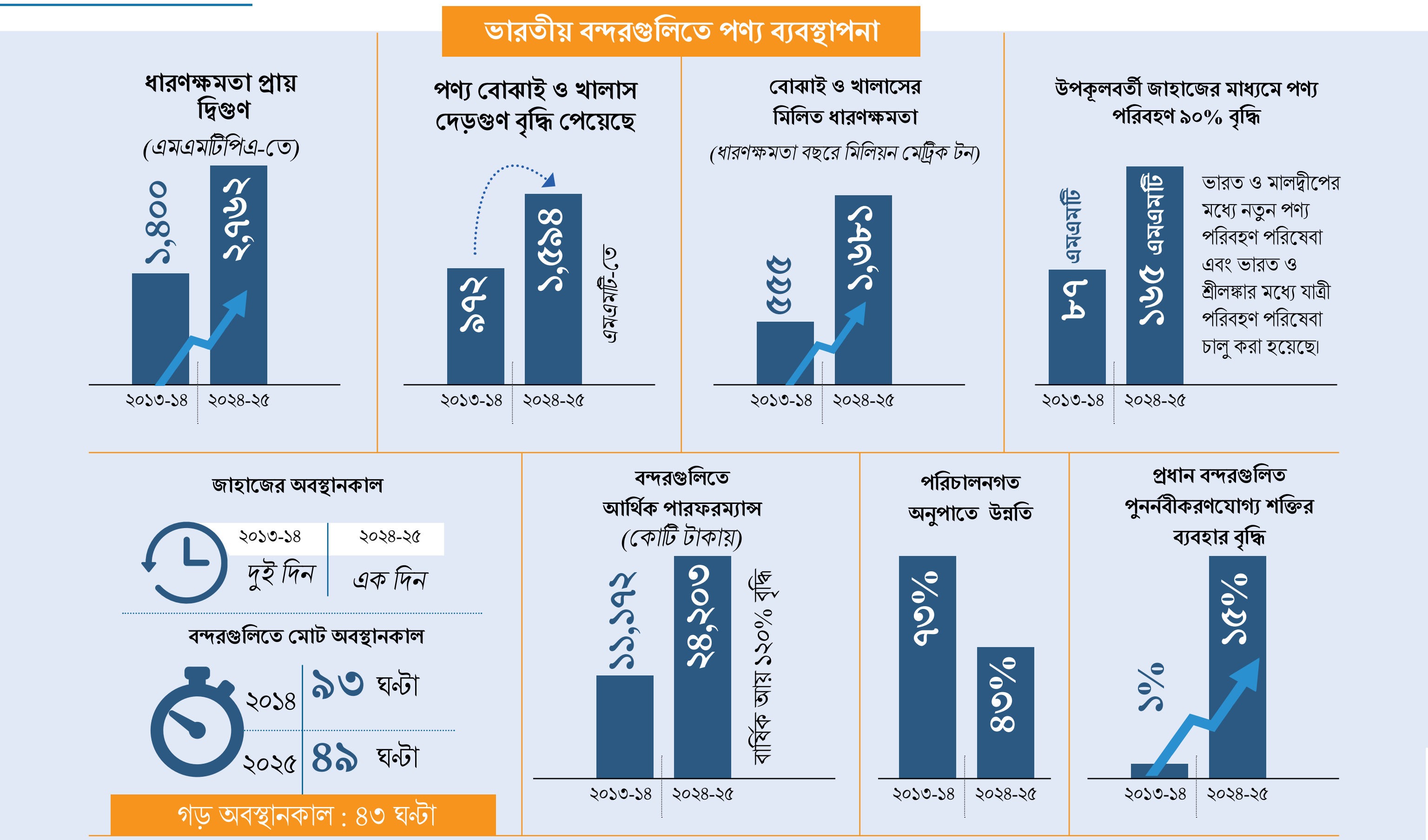

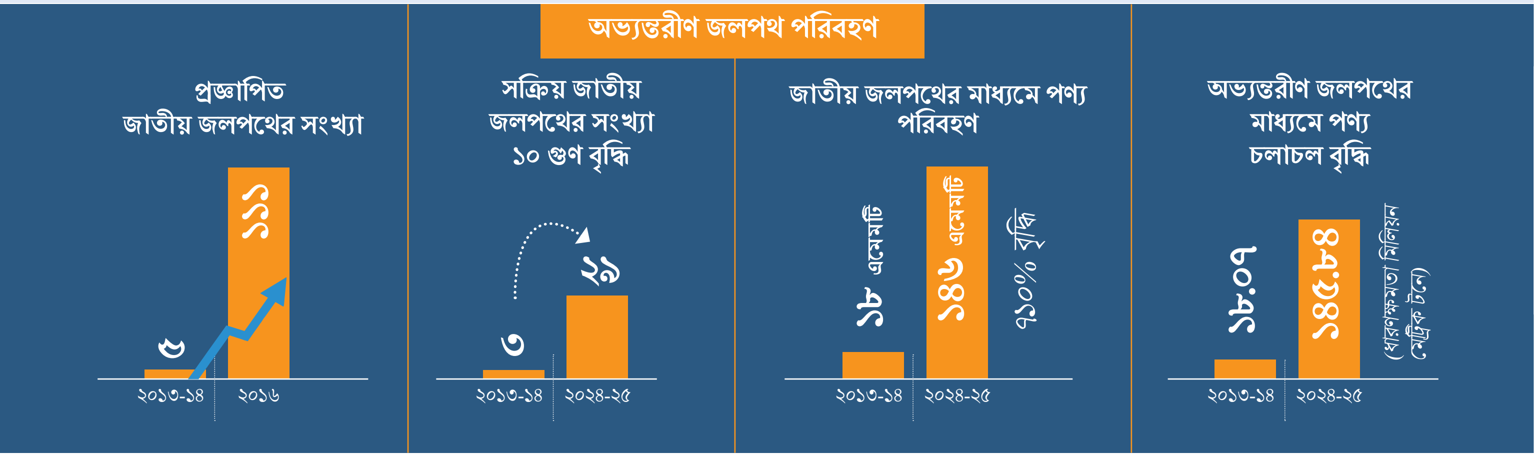

এক দশক আগে নাবিকের সংখ্যা ১২৫,০০০ হাজারের কম ছিল। আজ সেই সংখ্যা ৩০০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাবিক এবং ভারতীয় তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারত আজ বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। এক সময়ের অবহেলিত এই ক্ষেত্রটি এখন উন্নত ভারতের ভিত্তি হয়ে উঠছে। তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ ভারত এর সবচেয়ে বেশি ফল ভোগ করছে। তামিলনাড়ুতে তিনটি প্রধান এবং এক ডজনের বেশি ছোট ছোট বন্দর রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সবকটি রাজ্যের সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে উপকূল রেখার প্রভূত সম্ভাবনা। সমুদ্র এবং জলপথ ক্ষেত্রে উন্নয়ন তামিলনাড়ু মতো রাজ্যের উন্নয়নকে বদলে দিচ্ছে।

গত ১০ বছরে পণ্য চলাচল পারফরম্যান্স সূচকে ভারত কয়েক ধাপ উপরে উঠে ৩৮তম স্থানে এসেছে। গত এক দশকে বন্দরের ধারণক্ষমতা দ্বিগুণ হয়েছে। জাতীয় জলপথগুলির ৮ গুণ সম্প্রসারণ ঘটেছে। ভারতে ক্রুজ যাত্রীদের চলাচলও চার গুণ বেড়েছে এবং নাবিকের সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়েছে।

সাগরমালা কর্মসূচি

সাগরমালা কর্মসূচির আওতায় ৮৩৯টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে, খরচ ধরা হয়েছে আনুমানিক ৫.৭৯ লক্ষ কোটি টাকা। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলের মাধ্যমে ১১৯টি প্রকল্প রূপায়িত করা হচ্ছে।

২৮০ প্রকল্প সম্পূর্ণ

১.৪২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে

- ১.৬২ লক্ষ কোটি টাকার ২০৯টি প্রকল্প রূপায়ণের স্তরে রয়েছে, ২.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার ৩৫৩টি প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।
- ৩৫,৪২৩ কোটি টাকার ১০৬টি বন্দরের আধুনিকীকরণের কাজ শেষ হয়েছে।
- ৫৮,৬২৮ কোটি টাকার ৯৬টি বন্দর যোগাযোগ (রাস্তা ও রেল) প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।
- ৪৫,৮৬৫ কোটি টাকার ৯টি বন্দরের শিল্পায়ন প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে, এর ফলে ৮০০০ একরের বেশি জমিতে শিল্পায়ন হবে।
- ১১,৫৭৩ কোটি টাকার ৮১টি উপকূলীয় কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২০০০ কোটি টাকার ২৩টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।
- ১,০৭৮ কোটি টাকার ১২টি মৎস্য বন্দর প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে, ৩৫,০০০-এর বেশি মৎস্যজীবী উপকৃত হচ্ছেন।

> জাহাজ ক্ষেত্রে মানব সম্পদের ব্যবহারে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রাখছে ভারত। গত এক দশকে ভারতীয় নাবিকের সংখ্যা ১.২৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩ লক্ষাধিক হয়েছে। আপনি যদি বিশ্বের যে কোনও উপকূলরেখা পরিদর্শন করেন, তবে আপনি দেখবেন, কয়েকজন ভারতীয় নাবিক সেখানে কাজ করছেন। ভারত আজ নাবিকের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের তিনটি শীর্ষ দেশের অন্যতম হয়ে উঠেছে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

- নগর জল পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত ৬৪০ কোটি টাকার ১৮টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে, এর ফলে সড়ক এবং রেল পরিবহণের ওপর চাপ কমছে।
- ৪৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ৬টি বিশেষ উপকূলবর্তী বার্থ নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্যাপেক্স (মূলধনী ব্যয়) ২২৮% বৃদ্ধি

২০১৩-১৪	৩,২৩৩ কোটি টাকা
২০২৪-২৫	১০,৬০০ কোটি টাকা

দেশের প্রধান প্রধান বন্দরসমূহ

* প্রতীকী মানচিত্র

১২টি
প্রধান বন্দর সরকারি মালিকানাধীন

২১৭টি
ক্ষুদ্র ও অন্তর্বর্তী বন্দর

নৌ বাজেট

৪৯,৬২৩ কোটি টাকা
২০২০-২১

১,০৩,৫৪৮ কোটি টাকা
২০২৫-২৬

ক্রমবর্ধমান কৌশলগত গুরুত্ব

আইএনএস বিক্রান্ত

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের প্রথম যুদ্ধ বিমানবাহী জাহাজ ভারতীয় নৌসেনায় চালু করা হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৫-এ আইএনএস বিক্রান্তে দীপাবলি উদযাপন করেন।

- দেশে ৯০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১টি বড় জাহাজের নির্মাণ কাজ চলছে।
- ১০০তম এবং ১০১তম দেশীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস উদয়গিরি ও আইএনএস হিমগিরি নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ২০১৪ থেকে ভারতীয় শিপইয়ার্ডগুলি ৪০টির বেশি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিন নৌবাহিনীকে প্রদান করেছে, অর্থাৎ গত এক বছরে গড়ে ৪০ দিনে একটি করে নতুন জাহাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- প্রতিরক্ষা ব্যয়ে নৌ বাহিনীর জন্য বরাদ্দের হার ১৫% থেকে বেড়ে ২১% হয়েছে।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ আইএনএস অঞ্জদীপও নৌ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।
- ২০২৫-এ নৌ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দুটি অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ - উদয়গিরি (এফ৩৫), হিমগিরি (এফ৩৪)। এই প্রথম দুটি যুদ্ধজাহাজ একসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

শুধু এটিই নয়, 'মহাসাগর মেরিটাইম মিশন'-এর কাজও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। আজ বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে ভারত মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিপর্যয়ের সময় বন্ধু হিসেবে ভারতকে দেখেছে বিশ্ব। ২০১৪ সালে প্রতিবেশী মালদ্বীপ জলসঙ্কটের মুখোমুখি হয়। ভারত অপারেশন নীর শুরু করে এবং নৌবাহিনী সেখানে বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেয়। ২০১৭তে শ্রীলঙ্কা যখন বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়ে, তখন ভারতই প্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ২০১৮তে সুনামি যখন ইন্দোনেশিয়াকে বিধ্বস্ত করে দেয়, তখন ভারত ইন্দোনেশিয়ার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে সামিল হয়।

শক্তিশালী উদ্যোগ

সামুদ্রিক শক্তিকে মজবুত করতে উদ্যোগসমূহ

লোথাল সংগ্রহালয়

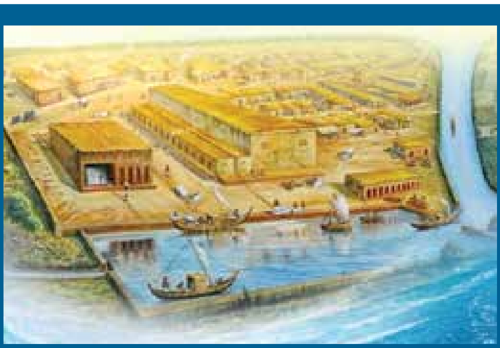

সামুদ্রিক ঐতিহ্যের এক ঝলক

গুজরাটের লোথালে সামুদ্রিক ঐতিহ্যকে মজবুত করতে ভারত ও নেদারল্যান্ডস একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ৪,৫০০ বছরের প্রাচীন সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে এই চুক্তি হল একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কাজ শেষ হলে, এটি বিশ্বের বৃহত্তম সামুদ্রিক সংগ্রহালয় হয়ে উঠবে। এটি ভারতের প্রাচীন সামুদ্রিক পরম্পরাকে তুলে ধরবে এবং সেইসঙ্গে পর্যটন, গবেষণা, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নেরও একটি কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি (আইএমইউ) হল, একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এর হেডকোয়ার্টার চেন্নাইয়ে। আইএমইউ-এর অধীনে চেন্নাই, কলকাতা, বিশাখাপত্তনম, কোচি, মুম্বই বন্দর ও নবি মুম্বইয়ে ৬টি প্রতিষ্ঠান এবং ১৭টি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৮ এপ্রিল ২০২৫-এ কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল দেশের ৬টি ইন্ডিয়ান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি (আইএমইউ) ক্যাম্পাসে ৬৭.৭৭ কোটি টাকার ২৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

সাগর সম্মান পুরস্কার

সামুদ্রিক ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সাগর সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হয়। এটি সাধারণত ৫ এপ্রিল জাতীয় সামুদ্রিক দিবসে প্রদান করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই পুরস্কার বিশেষ নজর কেড়েছে। ভারত সরকারের নীতি উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার "সাগর মেঁ সম্মান" উদ্যোগ চালু করেছে। এর লক্ষ্য হল, ভবিষ্যতের জন্য লিঙ্গ নির্বিশেষে সামুদ্রিক কর্মীবাহিনী তৈরি করা।

> **ভারতে তৈরি জাহাজ এক সময় বৈশ্বিক বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। পরে আমরা জাহাজ-স্ক্র্যাপিং ক্ষেত্রের দিকে সরে আসি। এখন ভারত আবার জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে জোরদার প্রয়াস চালাচ্ছে। আমরা এখন বড় বড় জাহাজগুলিকে পরিকাঠামো সম্পদের মর্যাদা দিচ্ছি।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

একইভাবে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মায়ানমার বা ২০১৯-এ মোজাম্বিক এবং ২০২০-তে মাদাগাস্কার, যেখানেই হোক না কেন, ভারত সেবার চেতনা নিয়ে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। এমনকি কোভিডের সময় সমুদ্রপথে মানুষকে ফেরাতে অপারেশন সমুদ্র সেতু চালু করা হয়েছিল। এর অর্থ হল, সামুদ্রিক শক্তি শুধুমাত্র কৌশলগত নয়, মানুষের স্বার্থের এক গুরুত্বপূর্ণ রক্ষকও।

নীতি পরিবর্তন...

এমনভাবে যাতে উপকূলগুলি সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার হয়ে ওঠে

দেশের সামুদ্রিক ক্ষেত্রকে মজবুত করতে নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। সরকার এখন

পরিবেশ-বান্ধব বন্দরের উল্লেখযোগ্য নির্দেশিকাসমূহ

লক্ষ্য প্রতি টন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস।

২০৩০ — ৩০%

২০৪৭ — ৭০%

লক্ষ্য পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির পরিমাণ ১০০%-এর বেশিতে নিয়ে যাওয়া।

২০৩০ — ৬০%

২০৪৭ — ৯০%

- ২০২৫-এর মধ্যে নতুন ম্যাঙ্গালোর বন্দর ১০০% সৌর বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।
- পরিবেশগত মানোন্নয়নে এই বন্দরে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০%-এর বেশি এবং ২০৪৭-এর মধ্যে ৩৩%-এর বেশি পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।
- উন্নত সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ১০০% বর্জ্য জলের পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বন্দরগুলিতে বিশুদ্ধ জলের ব্যবহার ২০%-এর বেশি কমাতে হবে।

পর্যটন

সমুদ্র ক্রুজ যাত্রীদের হার ৪৮০% বৃদ্ধি

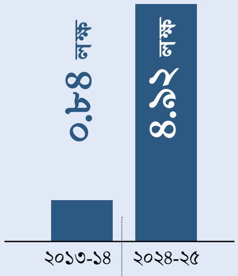

নদীতে ক্রুজের জন্য সুনির্দিষ্ট জাতীয় জলপথ

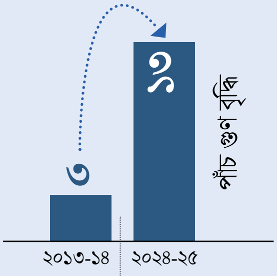

বাতিঘর পরিদর্শকের সংখ্যা ৩৩০% বৃদ্ধি

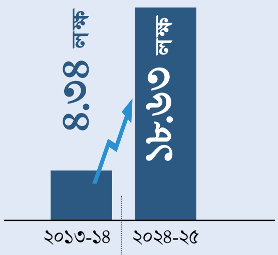

বিশ্বের দীর্ঘতম নদী ক্রুজ 'গঙ্গা বিলাস' ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট হয়ে বারাণসী থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত ৩,২০০ কিলোমিটারের অতিক্রম করেছে। ২০২৩-এ এর প্রথম যাত্রা সম্পন্ন হয়।

বড় বড় জাহাজগুলিকে পরিকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যখন একটি ক্ষেত্রকে পরিকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তখন এর সুযোগ-সুবিধা স্বাভাবিকভাবেই দৃশ্যমান হয়। এখন বড় বড় জাহাজ নির্মাণকারী সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার পথ সহজ হয়েছে এবং সুদে সুবিধাজনক ছাড়ে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। এই জাহাজনির্মাণ সংস্থাগুলি পরিকাঠামো অর্থলগ্নির সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় জাহাজ সংস্থাগুলির ওপর থেকে বোঝা কমাচ্ছে এবং সেগুলিকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সহায়তা করছে। ভারতকে বিশ্বের প্রধান সামুদ্রিক শক্তিতে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকার আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। এই তিনটি প্রকল্প জাহাজনির্মাণ ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার পথ সুগম করবে এবং আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত নকশা ও গুণগত মান রক্ষায় শিপইয়ার্ডগুলিকে ব্যাপকভাবে সাহায্যও করবে। আগামী বছরগুলিতে এইসব প্রকল্পে ৭০,০০০ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হবে। জাহাজ নির্মাণ একটি সাধারণ শিল্প নয়।

আইনি সংস্কারসমূহ

সামুদ্রিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করছে

ভারতের সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ ক্ষেত্রকে আধুনিক, প্রতিযোগিতামুখী করতে সরকার সর্বাত্মক আইনি সংস্কার করেছে। ২০২৫-এ বিভিন্ন আইন এবং নতুন বিল চালু করার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে...

আইনসমূহ

- জাতীয় জলপথ আইন ২০১৬
- নৌ প্রশাসন (এক্তিয়ার ও সামুদ্রিক দাবিসমূহের নিষ্পত্তি) আইন, ২০১৭
- জাহাজ আইনের পুনর্ব্যবহার, ২০১৯
- প্রধান বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১
- ইনল্যান্ড ভেসেলস অ্যাক্ট, ২০২১
- দ্য মেরিন এইডস টু নেভিগেশন অ্যাক্ট, ২০২১

২০২৫-এ সংসদে ৫টি নতুন আইন অনুমোদিত...

- উপকূলীয় জাহাজ চলাচল বিল, ২০২৫
- সমুদ্রের মাধ্যমে পণ্য বহন বিল ২০২৫
- দ্য বিলস অফ ল্যাডিং বিল, ২০২৫
- বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বিল, ২০২৫
- ভারতীয় বন্দর বিল, ২০২৫

এই ক্ষেত্রে ব্যবসার সরলীকরণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রায় ৫০টি বিধি, অনুশাসন, নীতি এবং নির্দেশিকা কার্যকর করা হয়েছে।

> **এই ভূমি হল ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ভূমি। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ শুধুমাত্র সামুদ্রিক সুরক্ষার ভিত্তিস্থাপন করেননি, সেইসঙ্গে আরও মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে বাণিজ্য পথে ভারতের শক্তিকেও মজবুত করেছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেখিয়েছে যে, সমুদ্রগুলি শুধুমাত্র সীমানা নয়, প্রবেশদ্বারের সম্ভাবনাও। আজ একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

এটি বিশ্বজুড়ে সব শিল্পের ধাত্রী হিসেবে পরিচিত। এটি শুধুমাত্র জাহাজ তৈরি করছে না, সেইসঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পগুলিরও প্রসার ঘটাচ্ছে। ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিন, বস্ত্র, রঙ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা সহ অসংখ্য শিল্প জাহাজশিল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। এর ফলে ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র শিল্পগুলি উপকৃত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, জাহাজ নির্মাণে প্রতিটি টাকা বিনিয়োগ অর্থনীতিতে প্রায় দ্বিগুণ বিনিয়োগ আনছে। শিপইয়ার্ডে সৃষ্ট প্রতিটি চাকরির ক্ষেত্রে সরবরাহ শৃঙ্খলে ৬-৭টি নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এর অর্থ হল, যদি জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ১০০টি চাকরি হয়, তবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে ৬০০-র বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। এই ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্যভাবে বহুমুখী প্রভাব তৈরি করছে।

স্বাধীনতার ১০০তম বর্ষ উদযাপনকালে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে যদি উন্নত দেশে পরিণত হতে হয়, তবে অবশ্যই স্বনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। স্বনির্ভর হয়ে ওঠা ছাড়া ভারতের আর কোনও বিকল্প নেই। ১৪০ কোটি নাগরিক একান্তভাবে একটি অঙ্গীকার করেছেন : চিপস বা শিপস, যাই হোক না কেন, আমরা সেগুলি ভারতেই তৈরি করব।

ভারতের ক্রমিক স্থান

বন্দর এবং লজিস্টিক্সে ভারতের ক্রমিক স্থানের উন্নতি

বন্দর পরিকাঠামো, ডিজিটাল লজিস্টিক্স এবং পরিচালনগত দক্ষতার ক্ষেত্রে উন্নতির কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের কন্টেনার বোর্ড পারফরম্যান্স সূচক এবং লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স সূচকে ভারতীয় বন্দরগুলির ক্রমিক স্থানের উন্নতির এই রূপান্তরকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

বন্দর

- বিশ্ব ব্যাঙ্কের কন্টেনার বোর্ড পারফরম্যান্স ইনডেক্স (সিপিপিআই) অনুযায়ী, ২০২৩-২৪-এ বিশ্বের সেরা ৩০টি বন্দরের মধ্যে এই প্রথম দুটি ভারতীয় বন্দরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- বিশ্ব ব্যাঙ্কের লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স ইনডেক্স (এলপিআই)-এর আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহণ বিভাগে ২০২৪-২৫-এ ভারত ৪৪তম স্থান থেকে ২২তম স্থানে উঠে এসেছে।

দেশের সামুদ্রিক ক্ষেত্রকে নতুন উচ্চতা প্রদানের ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনাশিপের আওতায় গত ১০ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই অংশীদারিত্বের ফলে আমাদের বন্দরগুলির শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়নি, সেইসঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতেরও উপযোগী হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এই ভাবনাকে সামনে রেখে ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্র পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারকেও রূপায়িত করছে। আজ থেকে দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর নিজেদেরকে বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র ও প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করছে। এক দেশ, এক নথি এবং এক দেশ, এক বন্দর প্রক্রিয়া বাণিজ্যকে আরও সহজ করছে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ যুগের আইনকে পরিবর্তন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সামুদ্রিক ক্ষেত্রের সংস্কার করেছে এবং ৫টি সামুদ্রিক আইনকে এক নতুন চেহারায় তুলে ধরেছে। এই আইনগুলি জাহাজ ক্ষেত্র এবং বন্দর প্রশাসনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনছে। নিঃসন্দেহে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বড় বড় জাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের দক্ষতা ছিল।

পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার দেশের এই বিস্মৃত গৌরবকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। গত এক দশকে ৪০টির বেশি জাহাজ এবং ডুবোজাহাজ নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটিকে বাদ দিলে সবকটি তৈরি হয়েছে ভারতে। বিশালাকার আইএনএস বিক্রান্তও ভারতে তৈরি হয়েছে এবং এতে ব্যবহৃত উচ্চমানের ইস্পাতও তৈরি হয়েছে ভারতে। অর্থাৎ নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের ভারতের নেতৃত্ব দেশের শক্তি ও দক্ষতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ও সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রয়োগ ঘটাচ্ছে, যাতে দেশের সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার হিসেবে ভারতের উপকূলরেখা আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

নতুন নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক শক্তি হয়ে উঠছে। ২১ শতকে ভারতের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকে দেশের অন্যতম অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে রাখা হয়েছে। স্থলে, আকাশে, গভীর সমুদ্রে কিংবা অনন্ত বিস্তৃত অন্তরীক্ষে,

৮ ট্রিলিয়ন অর্থের সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং ১৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের নেতা হয়ে উঠতে প্রস্তুত। সমৃদ্ধি, সুস্থায়িত্ব এবং আমাদের সামুদ্রিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে আমাদের মেরিটাইম অমৃতকাল ভিশন তৈরি করা হয়েছে, যা ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সর্বানন্দ সোনোওয়াল,

কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রী

যেখানেই হোক না কেন, সর্বত্র ভারত তার স্বার্থকে সুরক্ষিত করছে। এই লক্ষ্য অর্জনে ধারাবাহিক সংস্কার চলছে। দীর্ঘকাল ধরে সীমান্ত এবং উপকূলরেখা বরাবর যোগাযোগ পরিকাঠামোকে অবহেলা করা হয়েছিল। গত ১০ বছরে এই ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অগ্রগতি ঘটেছে। গত এক দশকে ভারত তার দূরবর্তী দ্বীপগুলির দিকেও নজর দিয়েছে। এমনকি মনুষ্যবসতিহীন দ্বীপগুলিতেও ক্রমাগত নজর রাখা হচ্ছে। এছাড়া এই দ্বীপগুলির নতুন নতুন পরিচয় তৈরি করা হচ্ছে এবং সেগুলির নতুন নামকরণ করা হচ্ছে। ভারত মহাসাগরে সমুদ্রের তলদেশে থাকা পর্বতগুলিরও নামকরণ করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে ভারতের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এই ধরনের ৫টি জায়গার নামকরণ করেছে। ভারত মহাসাগরে অশোক সি-মাউন্ট, হর্ষবর্ধন সি-মাউন্ট, রাজারাজা চোলা সি-মাউন্ট, কল্পতরু রিজ এবং চন্দ্রগুপ্ত রিজ ভারতের গর্বের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে বেসরকারি ক্ষেত্রও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গত ১০-১১ বছরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই অংশীদারিত্ব বন্দরগুলিকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেনি, সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের উপযোগীও করে তুলেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা, উভয়কেই ত্বরান্বিত করেছে।

নিশ্চিতভাবেই ভারতের এক দীর্ঘ উপকূলরেখা, কৌশলগত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ, বিশ্বমানের বন্দর এবং নীল অর্থনীতির জন্য এক বিস্তৃত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আজ ভারতের পরিকাঠামো, উদ্ভাবন এবং সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। নতুন পরিমণ্ডল থেকে এই ক্ষেত্রটি এক নতুন গতি অর্জন করেছে এবং ভারতের সামুদ্রিক উন্নয়ন যাত্রার পুনরুজ্জীবনে গোটা বিশ্ব অংশগ্রহণ করছে। ●

জল জীবন মিশন ২.০

তিনটি প্রধান সংযোগ প্রকল্পও অনুমোদিত

জনকল্যাণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকারের ফল হিসেবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জল জীবন মিশন ২.০ অনুমোদন করেছে। এই সিদ্ধান্তগুলি শুধুই গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য ট্যাপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে না বরং জল ব্যবস্থাপনারও উন্নতি ঘটাবে।

মন্ত্রীসভা আরও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে তিনটি প্রধান সংযোগ প্রকল্পঃ পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড মাল্টি-ট্র্যাকিং রেল প্রকল্প, জেওয়ার-দিল্লি এনসিআর গ্রিনফিল্ড করিডর এবং ৪-লেনের উজ্জয়িন-দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে। এই প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলগুলিতে কর্মসংস্থান, পর্যটন এবং শিল্পকে উৎসাহিত করবে...

সিদ্ধান্তঃ জল জীবন মিশন (জেজেএম) ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত সম্প্রসারণের অনুমোদন। বাজেট বৃদ্ধি করে এটাকে জেজেএম ২.০ হিসেবে পুনর্গঠন করা হবে।

প্রভাবঃ মন্ত্রীসভা মোট বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা করার অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে মোট কেন্দ্রীয় সহায়তা ৩.৫৯ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ সালে অনুমোদিত ২.০৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে এটা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অর্থাৎ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা যোগ করা হয়েছে।

- এই মিশনটিকে এমনভাবে পুনর্গঠন করা হবে যাতে শুধু পরিকাঠামোর ওপরেই নয় বরং জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ওপরও মনোযোগ দেওয়া হবে। এটা গ্রামীণ এলাকায় একটা সুস্থায়ী পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পানীয় জল ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।
- সারা দেশে উৎস থেকে কল পর্যন্ত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করার জন্য 'সুজলম ভারত' নামে একটি অভিন্ন জাতীয় ডিজিটাল কাঠামো বাস্তবায়ন করা হবে।
- জেজেএম ২.০-এর আওতায়, ২০২৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশের ১৯.৩৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারকে ট্যাপের জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ মধ্যপ্রদেশে দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের (NH-752D) বদনাওয়ার-পেটলাওয়াড়-থান্দলা-তিমারওয়ানি অংশটিকে হাইব্রিড অ্যানুইটি পদ্ধতিতে ৩,৮৩৯.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লেনে উন্নীত করার অনুমোদন।

প্রভাবঃ অনুমোদিত করিডরটি দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের (DME) উজ্জয়িনকে তিমারওয়ানি ইন্টারচেঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। প্রস্তাবিত চার লেনের এই প্রকল্প করিডরের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভ্রমণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং এর মাধ্যমে ভ্রমণের সময় প্রায় এক ঘন্টা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দ্রুতগতির সংযোগ প্রদান করবে। এটা উন্নত নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্ন যান চলাচলের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটা যানজট এবং পরিচালন ব্যয়ও কমাবে। প্রকল্পটি এই অঞ্চলের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং মধ্যপ্রদেশের ধর ও ঝাবুয়ার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও দ্রুত করবে।

সিদ্ধান্তঃ জেওয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত নতুন সড়ক নির্মাণের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে।

প্রভাবঃ উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানায় দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ের দিল্লি-ফরিদাবাদ-বল্লভগড়-সোহনা বাইপাস থেকে জেওয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত একটা নতুন সড়ক নির্মাণের জন্য হাইব্রিড অ্যানুইটি ভিত্তিতে ৩,৬৩০.৭৭ কোটি টাকার একটা সংশোধিত বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। এই ৩১.৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডরটি দক্ষিণ দিল্লি, ফরিদাবাদ এবং গুরুগ্রাম থেকে জেওয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সরাসরি, দ্রুতগতির সংযোগ প্রদান করবে, যা জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। এই করিডরটি ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে এবং ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরকে সংযুক্ত করবে। এই করিডরটি পরিকাঠামো উন্নয়ন, নগর পরিকাঠামোর রূপান্তর, আঞ্চলিক সংযোগ এবং জাতীয় পরিচালন দক্ষতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হবে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলনটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন

সিদ্ধান্তঃ পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে পাঁচটি জেলা জুড়ে দুটি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন।

প্রভাবঃ এই প্রকল্পগুলির মোট আনুমানিক ব্যয় ৪,৪৭৪ কোটি টাকা। এগুলি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে শেষ হবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সাঁইথিয়া-পাকুর চতুর্থ লাইন এবং সাঁতরাগাছি-খড়গপুর চতুর্থ লাইন। এর ফলে ভারতীয় রেলের চালু নেটওয়ার্কে প্রায় ১৯২ কিলোমিটার যুক্ত হবে। রেললাইনের বর্ধিত ক্ষমতা যান চলাচলকে উল্লেখ্যভাবে উন্নত করবে, যা ভারতীয় রেলের পরিচালন দক্ষতা এবং পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পটি কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল করতে এবং যানজট কমাতে সাহায্য করবে।

সিদ্ধান্তঃ তামিলনাড়ুর মাদুরাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার অনুমোদন।

প্রভাবঃ মাদুরাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রদান আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি করবে, বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দ্রুত করবে। আন্তর্জাতিক তীর্থযাত্রী এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিমানবন্দরটির ক্ষমতা শহরটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সিদ্ধান্তঃ ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্তে থাকা দেশগুলি থেকে বিনিয়োগের জন্য নির্দেশিকা পরিবর্তনের অনুমোদন।

প্রভাবঃ মন্ত্রীসভা এফডিআই নীতিতে পরিবর্তন অনুমোদন করেছে, যা PN3'র অধীনে অনুমোদনের প্রয়োজন আছে এমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের জন্য সময়মত অনুমোদন নিশ্চিত করবে। এই সংশোধনীগুলির লক্ষ্য হল স্টার্টআপ এবং ডিপ টেক ক্ষেত্রে বৈশ্বিক তহবিল থেকে আরও বেশি এফডিআই বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং ব্যবসা করার সহজতা বাড়ানো। ৬০ দিনের মধ্যে নেওয়া এই দ্রুত সিদ্ধান্ত সংস্থাগুলিকে ভারতে উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য সহযোগিতা স্থাপনে সহায়তা করবে। স্থল সীমান্তে থাকা দেশগুলি থেকে বিনিয়োগের জন্য এফডিআই নীতিতে মন্ত্রীসভা-অনুমোদিত এই পরিবর্তনগুলি ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, মূলধনী পণ্য এবং সোলার সেলের উৎপাদনকে সহায়তা করবে। ●

৩৩,৫০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন

দিল্লি এক নতুন যুগের সাক্ষী হচ্ছে

দিল্লি ভারতের ঐতিহাসিক যাত্রার শহর। এই শহর এখন এক নতুন যুগের সাক্ষী হচ্ছে। এটা এক নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাসের যুগ। ভারতের এই আত্মবিশ্বাসই এখন দেশকে এক উন্নত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রসারিত করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ মার্চ দিল্লিতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বলেন, প্রতিটি সংকল্প পূরণের জন্য আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে...

সুন্দরভাবে সজ্জিত দিল্লি··· দেশের রাজধানী বদলে যাচ্ছে এক বিকশিত ভারতের অগ্রগতির চালিকাশক্তিতে। দিল্লি হয়ে উঠছে দেশের অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি। গত ১১ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার একটা সুস্পষ্ট রূপকল্পের মাধ্যমে জাতীয় রাজধানীকে এক নতুন পরিচয় দিয়েছে। স্বাধীন ভারতের নিজস্ব সংসদ ভবন হোক বা ভারত মন্ডপম যশোভূমি, কর্তব্য পথ, কর্তব্য ভবন, জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ এবং মেট্রোর মতো উদ্যোগ, অগণিত প্রচেষ্টা দেশের রাজধানীকে এক নতুন রূপ ও চরিত্র দিয়েছে। আজ দিল্লি শুধু ভারতের রাজধানী নয়। এটি ভারতের পরিচয়, ভারতের শক্তির প্রতীক। তাই, দিল্লির উন্নয়ন শুধুই একটি শহরের উন্নয়ন নয়; এটি গোটা দেশের ভাবমূর্তির সঙ্গে যুক্ত। দিল্লি যত আধুনিক হবে, তত সুবিধাজনক হবে, দিল্লির যোগাযোগ ব্যবস্থা তত উন্নত হবে এবং বিশ্বের সামনে ভারতের আত্মবিশ্বাস তত জোরালোভাবে দৃশ্যমান হবে। দিল্লিতে

ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি...

- দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা সাহসী সেনাদের সম্মান জানাতে জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে।
- নতুন সংসদ ভবন, কর্তব্য পথ, কর্তব্য ভবন এবং সেবা তীর্থ – সবই একুশ শতকের ভারতের নতুন চিন্তাধারার প্রতিফলন।
- ভারত মন্ডপম এবং যশোভূমির মতো জায়গাগুলি বিশ্বের কাছে ভারতের সংস্কৃতি, ভারতীয় বাণিজ্য এবং ভারতের সম্ভাবনাকে তুলে ধরার প্রধান মঞ্চে পরিণত হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয় এবং যুগে-যুগে ভারত মিউজিয়ামের মতো নতুন মিউজিয়ামগুলিও দিল্লির পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করেছে।

মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- প্রধানমন্ত্রী মোদী সরোজিনী নগরের জিপিআরএ টাইপ-৫ কোয়ার্টার পরিদর্শন করেন এবং মহিলা বরাদ্দপ্রাপ্তদের হাতে চাবি তুলে দেন।
- প্রায় ১৮,৩০০ কোটি টাকার দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- তিনি দুটি নতুন দিল্লি মেট্রো করিডরের উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১২.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মজলিস পার্ক-মৌজপুর বাবরপুর (পিঙ্ক লাইন) করিডর এবং প্রায় ৯.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ দীপালি চক-মজলিস পার্ক (ম্যাজেন্টা লাইন) করিডর।
- এই নতুন সংযোগের ফলে দিল্লির বেশকিছু এলাকা উপকৃত হবে, যার মধ্যে রয়েছে বুরারি, জগৎপুর-ওয়াজিরাবাদ, খাজুরি খাস, ভজনপুরা, যমুনা বিহার, মধুবন চক, হায়দারপুর বাদলি মোড়, ভালসওয়া এবং মজলিস পার্ক।
- দিল্লি মেট্রোর পেজ ৫এ-এর অধীনে মোট প্রায় ১৬.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ তিনটি নতুন করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।
- এই তিনটি নতুন করিডর হল আর কে আশ্রম মার্গ থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, অ্যারোসিটি থেকে ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট টার্মিনাল – ১ এবং তুঘলকাবাদ থেকে কালিন্দী কুং।
- এই করিডরগুলি জাতীয় রাজধানীর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। এর ফলে নয়ডা, দক্ষিণ দিল্লি এবং বিমানবন্দরের মধ্যে যাতায়াতকারী মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

জিপিআরএ-এর অধীনে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৫,২০০ **কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে জেনারেল পুল রেসিডেন্সিয়াল অ্যাকোমোডেশন (জিপিআরএ) পুনর্গঠন প্রকল্পের অধীনে।**

- এই প্রকল্পগুলি সরোজিনী নগর, নেতাজি নগর, কস্তুরবা নগর এবং শ্রীনিবাসপুরীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে।
- এটা জিপিআরএ কলোনিগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং সরকারি কর্মচারী ও প্রশাসনিক দপ্তরগুলির জন্য বিশ্বমানের পরিকাঠামো তৈরির সরকারি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির একটা অংশ।
- এই প্রকল্পগুলি একটি উদ্ভাবনী স্বনির্ভর আর্থিক মডেলের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে সরকারি কোষাগারের ওপর কোন বোঝা না চাপিয়েই এই পুনর্গঠন সম্পন্ন করা হবে।
- এই পুনর্গঠন প্রকল্পের অধীনে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৯,৩৫০টিরও বেশি আধুনিক ফ্ল্যাট দেওয়া হবে।
- এছাড়াও প্রায় ৪৮ লক্ষ বর্গফুট অফিস স্পেস তৈরি করা হবে, যা প্রশাসনিক দক্ষতা উল্লেখ্যভাবে বাড়াবে।

প্রায় ৩৩,৫০০ কোটি টাকার বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির দ্রুত সম্প্রসারিত সুযোগসুবিধা ও পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ করেন। কিছুদিন আগে, দ্রুতগতির ট্রেন 'নমো ভারত এক্সপ্রেস' – এর মাধ্যমে দিল্লি মীরাটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। মেট্রো ফেজ ৪ চালু হওয়ার ফলে দিল্লি মেট্রো নেটওয়ার্ক ৩৭৫ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত হয়েছে।

নতুন মেট্রো বিভাগটি রাজধানীর জন্য ব্যাপক সুবিধা প্রদান করবে এবং এর সুফল জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছেও পৌঁছে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির জনগণকে পরিছন্ন, আরামদায়ক এবং আধুনিক বাস পরিষেবা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া চার হাজারেরও বেশি ইলেকট্রিক বাস আজ দিল্লির জনগণকে পরিষেবা দিচ্ছে। শুধু গত এক বছরেই দিল্লির রাস্তায় প্রায় ১৮০০টি নতুন বাস চালু করা হয়েছে।

কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

হাড়োতির আকাঙ্ক্ষাকে গতিদান

স্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং দৃঢ় সংকল্প উন্নয়নের গতিকে বহুগুণ ত্বরান্বিত করে। আজ রাজস্থানে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। একটা উন্নত ভারত গড়ার সংকল্প এখানে নতুন গতি পাচ্ছে। এই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ,মোদী ৭ মার্চ কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই আধুনিক বিমানবন্দরটি ভবিষ্যতে সমগ্র অঞ্চলের উন্নয়নকে দ্রুত করবে।

রাজস্থানের কোটা শহরটি শুধু শিক্ষার জন্যই নয়, একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্র হিসেবেও বিখ্যাত। এখানে পারমাণবিক, কয়লা, গ্যাস এবং জল সহ বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কোটার কচুরি, ডোরিয়া শাড়ি, পাথর এবং বেলেপাথরও বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধ। নিকটবর্তী বুন্দির বাসমতী চাল তার সুগন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে সুপরিচিত। কঠোর পরিশ্রম, উৎপাদন এবং সম্ভাবনার জন্য পরিচিত এই সমগ্র অঞ্চলটি এখন একটি বিমানবন্দর নির্মাণের মাধ্যমে এক নতুন পরিচয় পেতে চলেছে, যা কোটা এবং তার আশেপাশের এলাকার উন্নয়নকে গতি দেবে।

ভবিষ্যতে কোটা এবং তার আশেপাশের এলাকার মানুষদের আর প্লেন ধরার জন্য জয়পুর বা যোধপুর যেতে হবে না, কারণ শীঘ্রই কোটায় একটি বিমানবন্দর চালু হতে চলেছে। কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালের অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে বলেন, “আমি বলেছিলাম যে কোটার বিমানবন্দর শুধু স্বপ্ন হয়ে থাকবে না, একে বাস্তবে রূপ দেওয়া হবে। আজ আমি আনন্দিত যে সেই মুহূর্তটি এসে গেছে যখন কোটা বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজ শুরু হতে চলেছে।”

কোটাকে চারিদিক থেকে শক্তিশালী সংযোগ ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে। একদিকে, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে কোটার দুটি প্রধান রেল স্টেশনকেই আধুনিক সুযোগসুবিধা দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে, কোটা ও বুন্দির মধ্যে দিয়ে যাওয়া দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে সমগ্র অঞ্চলের জন্য নতুন দ্বার

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

হাড়োতিঃ বিশ্বাসের প্রধান কেন্দ্র

হাড়োতি ব্যবসা বাণিজ্য ও বিশ্বাসের একটি প্রধান কেন্দ্র। বহু শতাব্দী ধরে দেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা এখানে শ্রী মথুরাধীশ জীর পবিত্র আসন, কেশব-রাই-পাতান তীর্থস্থান, খাড়ি গনেশ জী মহারাজ এবং গোদাবরী বালাজি ধাম দর্শন করতে এসেছেন। গড়াদিয়া মহাদেব থেকে চম্বলের দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। মুকুন্দ্রা পাহাড় এবং রামগড় বিশধারীর মতো বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যগুলি এই সমগ্র অঞ্চলটিকে বন্যপ্রাণী পর্যটনের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেছে। বিমান যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে দেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা এখানে ভিড় জমাবেন। এর ফলে যুবসমাজ, ব্যবসা এবং স্থানীয় অর্থনীতি সরাসরি উপকৃত হবে।

কোটা উন্নয়নের নতুন অধ্যায় রচনা করবেঃ লোকসভার স্পিকার

কোটা বিমানবন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের উপস্থিত লোকসভার স্পিকার এবং কোটার সাংসদ ওম বিড়লা বলেন যে, কোটার মানুষের জন্য একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। কোটা বিমানবন্দর নির্মাণে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে হাড়োতি একটি উল্লেখ্য উপহার পেয়েছে। তিনি বলেন যে, কোটায় শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, কিন্তু বিমানবন্দরের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছিলেন। ২০২৭ সালের মধ্যে বিমানবন্দরটি সম্পন্ন হলে কোটা উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে। শিল্পের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কোটায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রও সমৃদ্ধ হবে। পর্যটন ক্ষেত্রে যোগ হবে নতুন মাত্রা।

সংযোগ বাড়লে উন্নয়নের সম্ভাবনাও গতি পায়। গত ১১ বছরে দেশজুড়ে নির্মিত নতুন বিমানবন্দরগুলি উন্নয়নকে দ্রুত করেছে। এই নতুন বিমানবন্দরগুলি বিমান ভ্রমণকে সহজ করেছে, পর্যটনকে উৎসাহিত করেছে, যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

উন্মোচন করেছে। পরিকাঠামো শক্তিশালী হওয়ার ফলে দিল্লি, ভদোদরা এবং মুম্বাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলিতে যাত্রা এখন মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা এই অঞ্চলকে কৃষিভিত্তিক শিল্পের একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করবে।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

পরিকাঠামো শক্তিতে শক্তিশালী ভারত

দেশের অর্থনীতিতে দক্ষিণ ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এই কারণেই দক্ষিণের রাজ্যগুলির উন্নয়নকে দ্রুত করতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে। এই পটভূমিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ মার্চ কেরালা এবং তামিলনাড়ু জুড়ে ১৬,৪৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উৎসর্গ করেছেন।

কেন্দ্রীয় বাজেটে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য ১২ লক্ষ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে, যা জাতীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। এই ধারা অব্যাহত রেখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ মার্চ কেরালার এর্নাকুলামে ১০,৮০০ কোটি টাকা এবং তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লিতে ৫,৬৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে মহাসড়ক, রেলপথ, গ্রামীণ সড়ক, পরিবেশবান্ধব শক্তি, গ্যাস বন্টন নেটওয়ার্ক এবং তেল শোধনাগার সংক্রান্ত উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তামিলনাড়ুতে ভারত পেট্রোলিয়ামের সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই উদ্যোগের ফলে নীলগিরি ও ইরোড জেলা জুড়ে প্রায় ৯ লক্ষ পরিবার এবং অসংখ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পাইপের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস (পিএনজি) সরবরাহ করা হবে।

> **সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে কেরালার অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পশ্চিম কাল্লাদায় একটা ৫০ মেগাওয়াট ভাসমান সৌর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। কেরালায় প্রচুর জলাশয় থাকায়, ভাসমান সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

কেরালায় প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- বিপিসিএল-এর কোচি শোধনাগারে একটি পলিপ্রপিলিন ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। এই পলিপ্রপিলিন ইউনিটটির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছর ৪০০ কিলোটন।
- জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পগুলির উদ্বোধন, যার মধ্যে রয়েছে এনএইচ-৬৬'র থালাপাডি-চেঙ্গালা অংশের ছয়-লেনে উন্নীতকরণ এবং ভেঙ্গালাম থেকে রামানাত্তুকারা পর্যন্ত কোঝিকোড় বাইপাসের ছয়-লেনে উন্নীতকরণ। এই দুটি প্রকল্পে ৪,৭৯০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।
- পিএমজিএসওয়াই-এর অধীনে নির্মিত ২৩টি গ্রামীণ সড়কের উদ্বোধন।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনর্নির্মিত শোরানুর জংশন, কুত্তিপ্পুরাম এবং চাঙ্গানাসেরি রেলস্টেশনগুলির উদ্বোধন।
- শোরানুর-নীলাম্বুর রোড রেললাইনের বিদ্যুতায়ন প্রকল্পটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ।
- কেরালার কোল্লাম জেলার পশ্চিম কাল্লাদায় একটি ৫০ মেগাওয়াট ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

তামিলনাড়ুতে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- নীলগিরি ও ইরোডে বিপিসিএল-এর ৩,৬৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (সিজিডি) নেটওয়ার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৮.৮ লক্ষেরও বেশি পরিবার পিএনজি সংযোগ পাবে এবং ২০১টিরও বেশি সিএনজি স্টেশন স্থাপিত হবে।
- চেন্নাইয়ে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের লুব ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ, যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬৭২ হাজার মেট্রিক টন। এই প্ল্যান্টের প্রায় ১,৪৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার (পিএমজিএসওয়াই) অধীনে তামিলনাড়ুতে মোট ৩৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৮৯টি গ্রামীণ সড়কের উদ্বোধন।
- এনএইচ-৮১-এর ওপর গঙ্গাইকোন্ডা চোলাপুরমের কাছে একটা গ্রিনফিল্ড বাইপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, এই প্রকল্পগুলি শক্তির প্রাপ্যতা এবং সংযোগ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি তামিলনাড়ুর যুবকদের জন্য হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাত্র আট বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব ৪০ মিলিয়ন গাছ লাগানোর সমান হবে।

নারকেল বাগান এবং ধানক্ষেত কেরালার সমৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রেখে এবং কেরালায় ১০,৮০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর, প্রধানমন্ত্রী মোদী এক জনসভায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, রাজ্যের নাম "কেরালা"-র পরিবর্তে "কেরালম" হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি স্থানীয় মানুষের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। এটা মালয়ালম ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবেও কাজ করে। আজ, দেশ এবং বিশ্ব একইভাবে এই রাজ্যকে "কেরালম" নামে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

আজ বিশ্ব ভারতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে করা বিনিয়োগের প্রশংসা করছে। কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে পরিকাঠামো বিনিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন যে, পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করা প্রতিটি টাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এই সমস্ত প্রকল্প সম্মিলিতভাবে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে নতুন চাকরি দেবে।

“বাজেট”

মানুষের আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণ

বাজেট ওয়েবিনারগুলি এটা নিশ্চিত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাতে এর সম্ভাব্য সুফল দেশের নাগরিকদের কাছে পৌঁছায় এবং বাজেটে বরাদ্দ করা প্রতিটি পয়সা যত দ্রুত সম্ভব, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ মার্চ ‘কৃষি ও গ্রামীণ রূপান্তর’-এর ওপর আলোকপাত করে তৃতীয় বাজেট ওয়েবিনারে ভাষণ দেন এবং পরবর্তীকালে ৯ মার্চ ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ-জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ’ বিষয়টির ওপর চতুর্থ ওয়েবিনারে ভাষণ দেন

ভারতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন যাত্রায় কৃষি একটা কৌশলগত স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই দর্শন দ্বারাই পরিচালিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ধারাবাহিকভাবে কৃষি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে চলেছে। ‘কৃষি ও গ্রামীণ রূপান্তর’ শীর্ষক বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, দেশ বর্তমানে খাদ্যশস্য ও ডাল থেকে শুরু করে তৈলবীজ পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন করতে পেরেছে। তবে, ২১ শতকের দ্বিতীয় ভাগ শুরু হওয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করাও সমানভাবে অপরিহার্য। এই বছরের বাজেটে ঠিক এই উদ্দেশ্যটি অর্জনের লক্ষ্যেই বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

“কৃষি ও গ্রামীণ রূপান্তর” শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণের মূল বিষয়বস্তু

- এই অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট কৃষি ও গ্রামীণ রূপান্তরকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে।
- সরকারের প্রধান উদ্যোগগুলি কৃষকদের ঝুঁকি কমিয়ে তাদের মৌলিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করেছে।
- উচ্চমূল্যের কৃষিকে উৎসাহিত করা হলে এই ক্ষেত্রটি একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হবে।
- বর্ধিত রপ্তানিমুখী উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।
- মৎস ক্ষেত্র গ্রামীণ সমৃদ্ধির জন্য একটি উচ্চমূল্যের, উচ্চ-প্রভাবশালী ক্ষেত্র এবং রপ্তানি বৃদ্ধির একটা প্রধান স্তম্ভ হিসেবে উঠে আসতে পারে।
- সরকার ‘এগ্রি স্ট্যাক’ –এর মাধ্যমে কৃষির জন্য ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো তৈরি করছে।
- প্রযুক্তি তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন ব্যবস্থাগুলি তা গ্রহণ করে, প্রতিষ্ঠানগুলি তা সংহত করে এবং উদ্যোক্তারা তার ওপর ভিত্তি করে নতুনত্ব আনে।
- এখন দেশজুড়ে সংরক্ষণ পরিকাঠামোর জন্য একটা ব্যাপক প্রচারাভিযান চলছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ গুদামঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

"সবকা কা সাথ, সবকা বিকাশঃ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ"

ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণের মূল বিষয়বস্তু

- আজ ভারত প্রতিরোধমূলক এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে।
- বিগত কয়েক বছরে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে এবং প্রতিটি গ্রামে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- আয়ুস্মান ভারত প্রকল্প এবং 'আরোগ্য মন্দির' (স্বাস্থ্য কেন্দ্র)- এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে শত শত জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।
- আমাদের যোগ ও আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।
- আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করতে হবে।
- আমাদের অবশ্যই এআই ও স্বয়ংক্রিয়করণ, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং নকশা-নির্ভর উৎপাদনের মতো বিষয়গুলিতে মনোযোগ আরও বাড়াতে হবে।
- ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময়, এটা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি যে সুযোগের অভাবে কোন কন্যা শিশু যেন পিছিয়ে না পড়ে।
- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খেলাধুলাকে জাতীয় উন্নয়নের একটা অপরিহার্য ধারা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
- 'খেলো ইন্ডিয়া'-র মতো উদ্যোগ দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে এবং দেশজুড়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হচ্ছে।

ভারতে আমাদের অবশ্যই রাসায়নিকমুক্ত কৃষি এবং প্রাকৃতিক চাষের ওপর জোর দিতে হবে। প্রাকৃতিক চাষ এবং তার থেকে উৎপাদিত রাসায়নিকমুক্ত পণ্য আমাদের জন্য বিশ্ব বাজারে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে। এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য, সরকার সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা এবং পরীক্ষাগারের সুবিধা সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা করছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী
(৬ মার্চের বাজেট ওয়েবিনারে)

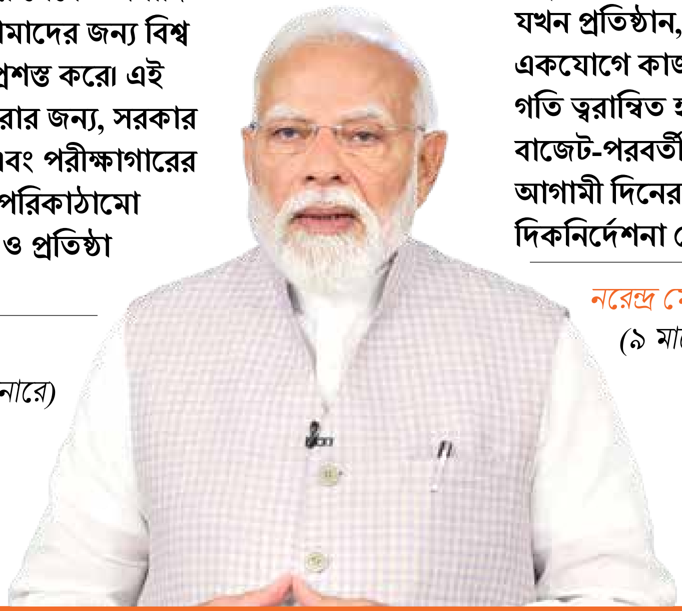

যুবশক্তি তখনই সত্যিকারের জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, যখন তা সুস্থ, সুশৃঙ্খল এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকে। যখন প্রতিষ্ঠান, শিল্প এবং শিক্ষাজগৎ একযোগে কাজ করে, তখন রূপান্তরের গতি ত্বরান্বিত হয়। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, বাজেট-পরবর্তী এই ওয়েবিনার সিরিজটি আগামী দিনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী
(৯ মার্চের বাজেট ওয়েবিনারে)

শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতির মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ – জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, গত এক দশকে দেশের সম্মিলিত মানসিকতায় একটা উল্লেখ্য পরিবর্তন এসেছে। আজ প্রতিটি তরুণ ভারতীয় নতুন কিছু করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এই নতুন মানসিকতাই জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি; এটা একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি। এই সম্পদকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমাগত আধুনিকীকরণ করা অপরিহার্য।

পিএম মুদ্রা, ই-নাম, ও ইউপিআই

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এক শক্তিশালী বলয়

ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার (পিএমএমওয়াই) মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করা হোক বা ই-নামের মতো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সুবিধা দেওয়া হোক, সরকার এসব ক্ষেত্রে নতুন গতির সঞ্চার করছে। এছাড়াও, ছোট ও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেকোন সময়, যেকোন জায়গায় অর্থ গ্রহণে সক্ষম করতে এবং নাগরিকদের জন্য লেনদেন সহজ করতে চালু হওয়া ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) ডিজিটাল লেনদেনকে সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলছে।

দেশের অর্থনৈতিক শক্তির পরিমাপ এই ঘটনা থেকে করা যায় যে, গত বছরই ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে যে অগ্রগতির এই গতি অব্যাহত থাকলে, আগামী দেড় থেকে তিন বছরের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি তৃতীয় স্থানে পৌঁছে যাবে। এছাড়াও, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৭.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। এই প্রবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। দেশে ৬০ মিলিয়নেরও বেশি এমএসএমই রয়েছে। এটা লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে।

সরকার গত বছরের বাজেটে এমএসএমই'র সংজ্ঞা প্রসারিত করেছে, যা তাদের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। এক দশক আগেও এমএসএমই-গুলি সহজে ঋণ পেত না। তবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ঋণ পাওয়া সহজ হয়েছে এবং তা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ৩৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু আর্থিক সহায়তার উৎসই নয়, প্রতিটি ভারতীয়র স্বপ্ন পূরনের একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

পিএম মুদ্রা যোজনা

উদ্যোগপতি বিপ্লবকে উৎসাহিত করা

২০১৫ সালের ৮ এপ্রিল চালু হওয়ার পর থেকে, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা সারা দেশে একটা উদ্যোগপতি বিপ্লবকে উৎসাহিত করেছে। এটা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাথমিক স্তরের উদ্ভাবনের শক্তিকে শক্তিশালী করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৬ লক্ষেরও বেশি ঋণ অনুমোদিত হয়েছে, যার ফলে উদ্যোগপতিরা ৩৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পেয়েছেন…

- পিএম মুদ্রা যোজনা ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগগুলিকে কোন জামানত ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়। এটা কর্মসংস্থান এবং স্ব-নিয়োগের উপযুক্ত করে তোলে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে, 'তরুণ প্লাস' নামে নতুন বিভাগের অধীনে মুদ্রা ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এই ঋণটি সেই সব উদ্যোক্তারাই পাবেন, যারা তাদের আগের ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করেছেন।
- ২০২৫-২৬ সালের বাজেট ঘোষণায়, সরকার প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার অধীনে হোমস্টেগুলির জন্য একটা আলাদা বিভাগ চালু করেছে। গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত হোমস্টেগুলি এই ঋণ পাওয়ার যোগ্য।
- পিএম মুদ্রা যোজনা প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২৬ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩৭.৩১ লক্ষ কোটি টাকার ৫৬.৩১ কোটিরও বেশি মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

১৫.৬ লক্ষ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তফসিলি জাতি(SC), তফসিলি উপজাতি(ST), অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি(OBC) এবং সংখ্যালঘু উদ্যোক্তাদের ৩৩.৪ কোটি ঋণ অ্যাকাউন্টে।

৬৯% ক্ষুদ্র ঋণ পেয়েছেন নারী উদ্যোক্তারা

"ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলিকে প্রসারিত করার সুযোগ দিতে এমএসএমই'র সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে ঋণ গ্যারান্টির আওতা। মুদ্রা প্রকল্পের অধীনে, প্রথমবার ব্যবসায় প্রবেশকারী সাধারণ নাগরিকদের জামানত ছাড়াই বড় অঙ্কের ঋণ দেওয়া হয়েছে। সুবিধাভোগীদের ৫০%-এরও বেশি তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতি (OBC) পরিবার থেকে এসেছেন। এর উদ্দেশ্য হল, ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলি যেন তরুণদের বড় স্বপ্নকে পূরণ করতে পারে।"

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

গত ১১-১২ বছর ধরে, সরকার কর্মসংস্থান ও স্ব-নিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুরক্ষার একটি বলয় তৈরি করে চলেছে। এই নীতিগুলি ভারতের অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০৪৭ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত সংস্কার এবং সামাজিক অগ্রগতির এক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যে শুধু সহজেই ঋণ পেয়েছেন তাই নয়, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল মার্কেট (ই-নাম)-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি কৃষকদের তাদের কৃষি পণ্য বিক্রির জন্য ১,৫২২টি মান্ডিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়ে তাদের আর্থিক সুরক্ষাও দিয়েছে।

ভারতে ইউপিআই বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের পদ্ধতিকে আমূল পরিবর্তন করেছে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি দেশের মোট অর্থনীতির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জুড়ে থাকবে।

জাতীয় কৃষি বাজার

কৃষকদের জন্য সহজ বাজার সুবিধা

জাতীয় কৃষি বাজার (ই-নাম) একটি স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সংযুক্ত করেছে। এটা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য আরও বেশি সুযোগ করে দিয়েছে এবং সারা দেশের কৃষি বাজারগুলিকে সংযুক্ত করছে। এই প্ল্যাটফর্মটি কৃষকদের তাদের উৎপাদিত পণ্য উচ্চমূল্যে বিক্রি করার স্বাধীনতা দিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটা বলয় তৈরি করেছে···

- ২০১৬ সালের ১৪ এপ্রিল চালু হওয়া এই প্ল্যাটফর্মে ৪.৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের কৃষি পণ্যের লেনদেন হয়েছে।
- ই-নাম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত পণ্যগুলির জন্য ২৪/৭ বিনামূল্যে মোবাইল-ভিত্তিক মূল্য তথ্য পরিষেবা প্রদান করে।
- এই অ্যাপটি কৃষকদের ১০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রচলিত মূল্য এবং মান্ডিগুলির প্রবেশগম্যতার মানচিত্র দেখায়।
- কৃষি পণ্যের গুণমান পরীক্ষা সহজতর করে। পরিস্কার করা, গ্রেডিং, বাছাই এবং প্যাকেজিং এর জন্য পরিকাঠামো প্রদান করে।
- ই-নাম সম্পর্কিত কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটা টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর, ১৮০০-২৭০-০২২৪, উপলব্ধ রয়েছে।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর কৃষকদের নির্ভরতা কমেছে। দর কষাকষির ক্ষমতা শক্তিশালী হয়েছে। ই-নাম ভারতের কৃষি অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে অবদান রাখছে।

E-NAM নেটওয়ার্ক

মান্ডি	১৫২২
বাণিজ্যযোগ্য কৃষিপণ্য	২৪৭
রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি	২৭
নিবন্ধিত কৃষক	১৮ মিলিয়ন
ব্যবসায়ী	২,৭২,০০০
কমিশন এজেন্ট	১,২০,০০০
এফপিও	৪,৬৯৮

(২০২৬ এর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তথ্য)

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

একটি সহজ ডিজিটাল খুচরো পেমেন্টের অভিজ্ঞতা

ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) খুচরো লেনদেনকে সহজ করে দিয়েছে। প্রতিদিন ৬৪০ মিলিয়ন লেনদেন সম্পন্ন হয়। ২০১৬ সালের ১১ এপ্রিল চালু হওয়া UPI হল মানুষের জন্য নির্মিত প্রযুক্তির এক গল্প, যা বিশ্বজুড়ে জীবন ও অর্থনীতিকে সংযুক্ত করছে···

৬৪০ মিলিয়নেরও বেশি লেনদেন প্রতিদিন UPI-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়

৬৫ মিলিয়ন ব্যবসায়ী ও ৬৯১টি ব্যাঙ্ক UPI-তে সক্রিয় রয়েছে

- ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ২৮.৩৩ লক্ষ কোটি টাকার ২১.৭০ বিলিয়ন লেনদেন সম্পন্ন হয়েছিল।
- ভারতে, মোট খুচরো পেমেন্ট লেনদেনের ৮১%-এরও বেশি UPI-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
- ভুটান, ফ্রান্স, মরিশাস, নেপাল, কাতার, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সহ আরও ৮টি দেশে UPI উপলব্ধ।
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) লেনদেনের পরিমাণের দিক থেকে UPI-কে বিশ্বের বৃহত্তম খুচরো দ্রুত পেমেন্ট ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- এসিআই ওয়ার্ল্ডওয়াইড রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বব্যাপী রিয়েল টাইম পেমেন্ট সিস্টেমের মোট লেনদেনের প্রায় ৪৯% UPI-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

গত এক দশকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ উল্লেখ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দেখতে শুরু করেছে, যা একে বিশ্বের এক অতিবৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা অসংগঠিত অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণে এনেছে। প্রযুক্তি আর্থিক লেনদেনকে আরও স্বচ্ছ করে তুলেছে।

PMO India
@PMOIndia

पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों के लिए, सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई है: PM @narendramodi in Guwahati

Rajnath Singh
@rajnathsingh

रक्षा क्षेत्र में भारत पूरी गति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिख रहे हैं। आज भारतीय नौसेना के लिए वॉरशिप्स और सबमरीन भारतीय शिपयार्ड्स में ही बन रही हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है 2030 तक दुनिया के टॉप टेन शिपबिल्डिंग नेशन्स में स्थान बनाना और 2047 तक टॉप फाइव में पहुँचना।

Amit Shah
@AmitShah

UCC, डेमोग्राफिक चेंज की रोकथाम में भी कारगर सिद्ध होगा। मोदी सरकार द्वारा लाया गया हाई पावर डेमोग्राफी मिशन जल्द ही अपना काम शुरू करेगा।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

गरीबों का स्वास्थ्य अच्छा रहें, उन्हें कम लागत में 💊 दवा उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा कार्यान्वित 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना' के अंतर्गत 🇮🇳 देश के गरीबों को दवाई औसत बाजार मूल्य की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती मिल रही है। सस्ती दवा के साथ साथ जन औषधि परियोजना देश भर में रोजगार सृजन में भी मददगार साबित हो रही है।

Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj

आज हमारी बेटियाँ बड़ी संख्या में कृषि शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसी दिशा में ICAR शीघ्र ही एक जेंडर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जो पूरे देश के कृषि अनुसंधान नेटवर्क में महिला-केंद्रित शोध को नई गति और दिशा देगा।

Giriraj Singh
@girirajsinghbjp

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में रोजगार के नए अवसर अब मेट्रो शहरों से आगे बढ़कर Tier-2 और Tier-3 शहरों में तेजी से विकसित हो रहे हैं।

देश के लगभग 70% रोजगार नॉन-मेट्रो शहरों में हैं, जिनमें Tier-3 शहरों की हिस्सेदारी 40% है। यह बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और युवाओं के लिए नए अवसरों का संकेत है।

Modernising Delhi is essential to showcase India to the world: Modi

PM: TN wants a govt for every family, not for just one family

Positions NDA As Alternative To DMK In State

PM to give land deeds to Assam tea workers

Won't leave our people stranded in W Asia: Modi

PM unveils ₹10,800-cr projects in Kerala, State govt boycotts event

Modi stressed the need to generate more power to support various industrial sectors as India emerges as a manufacturing hub

PM asks ministers to keep watch on energy concerns

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ভারতে চিতার অর্ধশতাব্দী

পৃথিবীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী প্রজাতি চিতাকে ১৯৫২ সালে ভারতে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার 'প্রজেক্ট চিতা' চালু করে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, প্রধানমন্ত্রী মোদী নামিবিয়া থেকে আনা আটটি চিতাকে কুনো জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেন। ভারতের মাটিতে চিতার সংখ্যা বাড়ছে... ২০২৬ সালের ৯ মার্চ, নামিবিয়ার চিতা 'জ্বালা' কুনো জাতীয় উদ্যানে পাঁচটি শাবকের জন্ম দেয়, যার ফলে ভারতে চিতার মোট সংখ্যা ৫৩তে পৌঁছায়...

- ২০২৩ সালে, ৭০ বছরেরও বেশি সময়ের পর প্রথমবারের মত ভারতীয় মাটিতে চিতার জন্ম হয়।
- ২০২৫ সালের নভেম্বরে, ভারতের মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রথম চিতা 'মুখী' পাঁচটি সুস্থ শাবকের মা হয়।
- নামিবিয়ার একটা চিতা, 'জ্বালা', পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়ে তৃতীয়বারের মতো মা হয়েছে।
- ভারতে জন্ম নেওয়া শাবকের সংখ্যা বেড়ে ৩৩ হয়েছে, ফলে মোট চিতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩টি।
- দক্ষিণ আফ্রিকার একটি চিতা, গামিনী, সম্প্রতি চারটি শাবকের জন্ম দিয়ে দ্বিতীয়বার মা হয়েছে।
- ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, ভারত বতসোয়ানা থেকে নয়টি চিতা পায়, যেগুলিকে কুনোর কোয়ারেন্টাইন এনক্লোজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

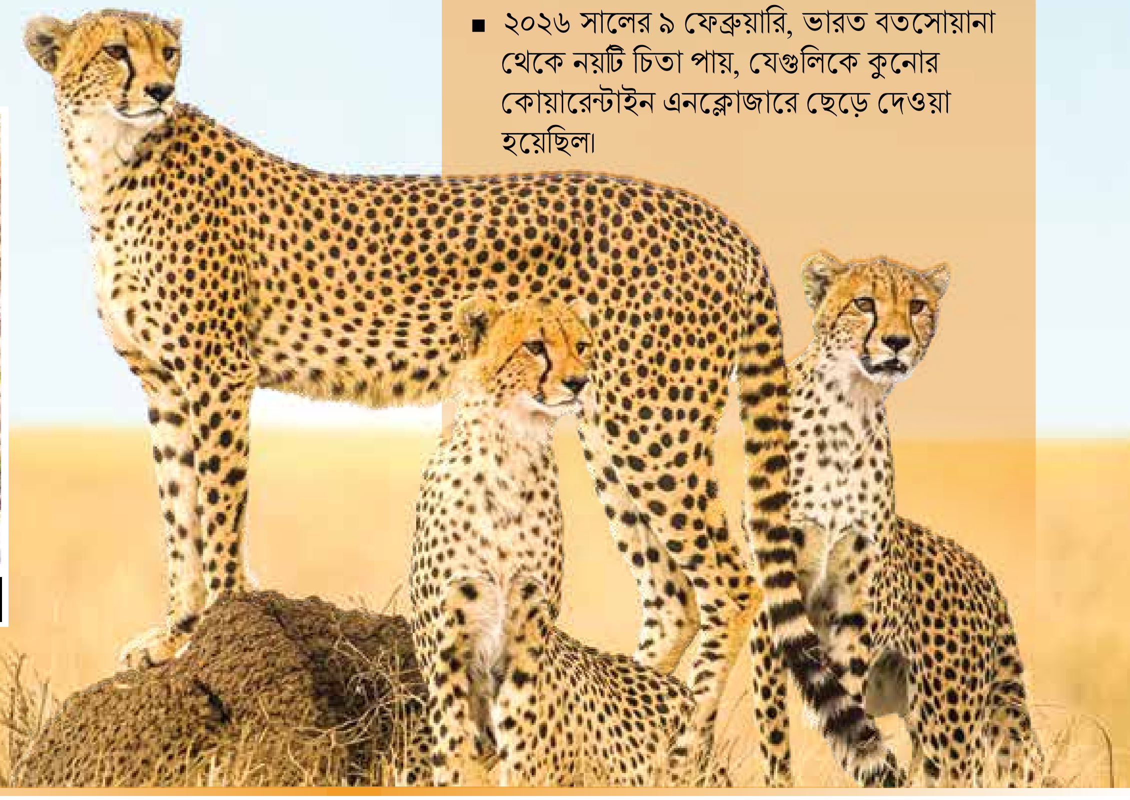

শাবকদের সঙ্গে জ্বালা

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 APRIL 1-15, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: Mar 19,2026 Pages: 44)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHED:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003